অমিয়গাথা।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, নারীধর্ম্ম প্রভৃতি রচয়িত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

প্রণীত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৮

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ

গুরুপ্রতিম—উৎকল কবিগুরু

শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর

স্কুলইনেস্পেক্টর মহোদয়ের প্রতি।

দেবগো, তোমার কাছে, কি মোর অদেয় আছে,
কিন্তু তব যোগ্যধন কি আছে ধরায়?
স্বর্গের দেবতা তুমি, বিষাক্ত এ মর্ত্ত ভূমি,
এখানে কঠোর সবি—যদি বাজে পায়!
কতই আগ্রহ ভরে, দেবগো যতন ক'রে,
যেই ক্ষুদ্র মালাগাছি ক'রেছি রচন,—
উৎকণ্ঠা-পূরিত-চিতে, আসিয়াছি তাই দিতে,
শিষ্যা ব'লে দয়া ক'রে কর তা' গ্রহণ!
তুমি গো মহান্ উচ্চ, আমি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছ,
আপ্লুত হইয়া তব স্নেহের ধারায়—
এসেছি সাহসভরে, দিতে ইহা পদোপরে,—
ধরি এ অঞ্জলি কর—কৃতার্থ আমায়!

সেবিকা,
নগেন্দ্রবালা।

গ্রন্থকর্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বাঙ্গালা ১২৮৪ সাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর ষ্টেসনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালাড়া নামক গ্রামে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার, মাতার নাম শ্রীমতী কুসুমকামিনী দাসী। নৃত্যগোপাল বাবু সম্প্রতি মুন্সেফের কার্য্য করিতেছেন। তারকেশ্বর রেলওয়ের সিঙ্গুর ষ্টেসনের অদূরবর্ত্তী দলুইগাছা গ্রামে ইঁহাদের আগু বাটী ছিল, কয়েক বৎসর হুগলী কাটঘরা লেনে নূতন বাটী করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

আড়াই বৎসর বয়সে নগেন্দ্রবালা পিতার সহিত চট্টগ্রামে গমন করেন। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামের অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র (মুস্তোফী) মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

বিবাহের অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর কাল নগেন্দ্রবালা পালাড়ায় নিজ মাতামহীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই সময়ে দারুণ যোষাপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫ বৎসর কাল এই রোগের এবং অন্যান্য ঔপসর্গিক রোগের তীব্রযন্ত্রণা ভোগ করেন। এই অবস্থায় বায়ুপরিবর্ত্তনোদ্দেশে মুর্শিদাবাদ, যাজপুর প্রভৃতি স্থানে পিতার সহিত এবং মধ্যে মধ্যে সুখড়িয়া গ্রামে শ্বশুরালয়েও অবস্থান করিতেন।

সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যা পরিভ্রমণ সময়ে ইনি কবিত্বের সংধুক্ষণ এবং পরিপোষণোপযোগী শৈল সমুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির মহান্ দৃশ্যনিচয় দর্শন করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা পাইয়াছিলেন। অতঃপর খগেন্দ্র বাবুর সহিত হুগলীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। খগেন্দ্র বাবু শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতি অতি সদাশয় এবং সত্বগুণ-প্রধান। এক দিকে ইনি যেমন কার্য্যকুশল এবং ইহাঁর বিষয়বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা, সাধারণ সাহিত্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থানুশীলনেও ইহাঁর বিশেষ আস্থা পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রবালার নিকট-আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ মিত্র খগেন্দ্র বাবুর একজন বিশিষ্ট বন্ধু, ইহাঁরই সংসর্গে খগেন্দ্র বাবুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা

উৎপন্ন হয়। এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইহাঁর সমধিক শ্রদ্ধা হওয়াতে কুমারহট্ট হালিসহরনিবাসী ভক্তপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিত্য-সখা মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে সস্ত্রীক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সদ্‌গুরুর পুণ্যপ্রভাবে এবং সদুপদেশফলে পতিপত্নী অশেষ শ্রেয়ঃলাভে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ মুখোপাধ্যায় মহা-শয়ের সহিত ইহাঁদের এই মণিকাঞ্চনযোগবৎ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ ইহাঁদের জীবনে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

দীক্ষার পর খগেন্দ্র বাবু নিজের মনস্বিনী পত্নীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে নানা তীর্থ সন্দর্শন করাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা উপযুক্ত পিতা মাতার উপযুক্ত দুহিতা। ইহাঁর মাতা অতীব বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী, গম্ভীর ও সাধারণ স্ত্রী-সুলভ-দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধতন স্তরে অবহিত; পিতা নৃত্যগোপাল বাবু স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার জন্য সর্ব্বজনপ্রিয়। সাহিত্য-রসিকতা সহৃদয়তা সাপেক্ষ। প্রায় বাল্যাবধি ইনি সাহিত্যচর্চ্চার অনুরাগী ছিলেন এবং অবকাশ মতে সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিতেন। নগেন্দ্রবালা স্নেহশীল পিতার নিরবদ্য-আদর্শ অনুকরণ করিতে ক্রটী করেন নাই। সেই আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষুর পুরোবর্ত্তী থাকায় অতি অল্প বয়সেই ইনি সাহিত্যানুশীলনে

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২ বৎসর বয়স হইতেই কবিতা-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাময়িক ক্রমানুসারে ইহাঁর রচিত পুস্তকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। দানবনির্ব্বাণ।
২। ঊষাপরিণয়।
৩। মর্ম্মগাথা।
৪। চামেলী।
৫। গীতাবলী।
৬। প্রেমগাথা।
৭। ব্রজগাথা।
৮। নারীধর্ম্ম।
৯। গার্হস্থধর্ম্ম।
১০। অমিয়গাথা।
১১। শিশুমঙ্গল।
১২। কুসুমগাথা (অসম্পূর্ণ)।

এই ১২ খানি পুস্তকের মধ্যে কেবল মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা এবং নারীধর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, সম্প্রতি কেবল অমিয়গাথা প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি এখনও পাণ্ডুলেখ্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ইহা ব্যতীত ইনি বামাবোধিনী, নব্যভারত, সাহিত্য, জন্মভূমি, পূর্ণিমা, আনন্দবাজার প্রভৃতি নানাবিধ মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় সময়ে সময়ে কবিতাদি লিখিতেন এবং ইহাঁর প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা সাগ্রহে এবং সাদরে পরিগৃহীত হইত।

নগেন্দ্রবালার প্রত্যেক কাব্য উজ্জ্বল প্রতিভার অমরমুদ্রায় মুদ্রিত হইলেও কাব্যগুলি উত্তরোত্তর উৎকর্ষোন্মুখ বোধ হইতেছে। কি পদ্য, কি গদ্য উভয়বিধ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্তা। ইহাঁর গদ্য রচনাও কবিত্বপূর্ণ। ইহাঁর রচনায় বিশেষতঃ পদ্য রচনায় কি এক মধুর আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে তাহা কেবল সহৃদয় সংবেদ্য; ভাষায় উহা ব্যক্ত হইবার নহে। কবিতাতে ইনি ইহাঁর নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। কবিতাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে সংগীত রাজ্যে বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ব্ববাদিসম্মত, কবিতা-রাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। অতি সহজ সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গালা কথা উচ্চগভীর ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী নগেন্দ্রবালার প্রায় প্রতি কবিতাতেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সুলভ। জীবনে ইনি নানাবিধ দৈহিক এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং ইহাঁর প্রণীত কাব্যাবলীতে তজ্জনিত তীব্র বিষাদ এবং নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত

হইয়াছে। মহাকবি বায়রণের মত ইহাঁর কবিতার কোন কোন অংশকে কিয়ৎপরিমাণে ইহাঁর নিজ জীবনের চিত্র বলিতে পারা যায়। অগুরুধূপের মত ইনি স্বয়ং দগ্ধ হইয়া জগতকে সৌরভে আমোদিত করিয়াছেন। সংসারে গুণীমাত্রকেই খলের এবং কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের নির্য্যাতন অল্পাধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়, নগেন্দ্রবালার ভাগ্যে এ নির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল।

প্রতিভান্বিত ব্যক্তিরা প্রায়শঃ সাধারণ রুচি এবং সহানুভূতির ঊর্দ্ধতন স্তরে অবস্থিত,—এই কারণে ইহাঁরা সাধারণের মধ্যে অধিক সংখ্যক বন্ধু পাইতে পারেননা, কিন্তু তাঁহারা যে অতি অল্পসংখ্যক সমধর্ম্মাবন্ধু পান তাঁহারা আন্তরিক বন্ধু, কেবল বন্ধু নন, তাঁহাদিগকে প্রতিভার উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নগেন্দ্রবালা যখন প্রথমে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার কবি-প্রকৃতিক খুল্লতাত শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র পালিত এবং বামাবোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই দুই সহৃদয় এবং সদাশয় মহাত্মার সহানুভূতিই নগেন্দ্রবালার কবিত্ব বিকাশের অন্যতম কারণ। এই উৎসাহবারি না পাইলে এই সুরভি-কুসুম হয়ত মুকুলেই বিনষ্ট হইত। নগেন্দ্রবালার পূজনীয় দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও একদিকে

যেমন তাঁহার এবং তাঁহার স্বামীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনকল্পে যত্নবান সেই সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রবালার সাহিত্য সেবাব্রত যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপক্ষেও সর্ব্বদা আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারই আদেশমতে নগেন্দ্রবালা "ব্রজগাথা" ও "নারীধর্ম্ম" পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবালা যদিও ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত কবিতা প্রণয়নে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহার বীণার প্রেমতন্ত্রীর ঝঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার প্রেমগীতিগুলি প্রগাঢ় প্রেমাবেগে পূর্ণ হইয়াও অবলাজনোচিত শালীনতায় সুসংযত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে যে উহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হয়। অন্য কোন নব্য বঙ্গীয় কবি এ বিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কিনা জানি না। নগেন্দ্রবালার "প্রেমগাথা" এবং "ব্রজগাথা" যিনি পড়িয়াছেন, তিনি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে কি লৌকিক কি আধ্যাত্মিক উভয়বিধ প্রেম বর্ণনেই নগেন্দ্রবালা তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির একশেষ দেখাইয়াছেন। তাঁহার "ব্রজগাথা" মুদ্রিত হইলে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে এ বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা যেরূপ অল্পবয়সে সুকবিকীর্ত্তি স্থাপনে

কৃতকার্য্য হইয়াছেন এরূপ উদাহরণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও বিরল। এখনও ইহাঁর বয়স ২৪ বৎসর অতিক্রম করে নাই, ইনি অন্তঃপুরচারিণী সম্ভ্রান্ত হিন্দুললনা, নানাবিধ দারুণ রোগে প্রায় আজীবন জর্জ্জরিতা, শিক্ষালাভের সুবিধা ইহার ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। বাল্যকালে ইনি একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাঁর বিদ্যালয় শিক্ষার উহাই চরম সীমা।

ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রতিভা নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বঙ্গদেশে নগেন্দ্রবালা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ। নিজের যত্নে ইনি যেমন সুশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এমন সুদৃষ্টান্ত পুরুষদিগের মধ্যেও ক্বচিৎ দেখা যায়। অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়া ইনি কেবল বঙ্গ উৎকল ভাষার নহে ইংরাজি সংস্কৃত প্রভৃতি মার্জ্জিত ভাষার সাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহার রচনাই উহার পরিচায়ক। প্রায় সমস্ত মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে ইহাঁর পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনার প্রশংসা করিয়াছেন। হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ ইহাঁর রচিত "প্রেমগাথা"র কবিত্বে প্রীত হইয়া ইহাঁকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কবিবর নবীনচন্দ্র ইহাঁকে "রমণীরত্ন" আখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ নগেন্দ্রবালার বিদ্যাবত্তা, শক্তিমত্তা এবং কোমল সৌম্য স্নেহৈকপ্রবণ চরিত্রের অল্পমাত্র পরিচয়ও যিনি পাইয়াছেন তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই রমণীরত্ন আখ্যা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এরূপ প্রতিভান্বিতা এবং সুশিক্ষিতা হইয়াও তাবৎ গার্হস্থ সদ্‌গুণ নিচয়ে বিভূষিতা। স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়াও ইনি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সুফলোপধায়ক তাবৎ গার্হস্থ শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবতী। কি রচনায় কি বাস্তব জীবনে ইহাঁকে কোমলা নারীপ্রকৃতির আত্মাস্বরূপিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রূঢ়তা কিম্বা কার্কশ্য যেন ইহাঁর ত্রিসীমা স্পর্শ করে নাই। ইহাঁর রচিত "নারীধর্ম্ম" পুস্তকে ইনি যে সদুপদেশ দিয়াছেন, ইহাঁর গার্হস্থ জীবনে তৎসমুদায় প্রতিফলিত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। ইনি যেমন সুগৃহিণী সেইরূপ সুপাচিকা, সীবনকুশলা এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বাভিজ্ঞা। রোগীর সেবাকার্য্যে ইনি যেমন সুদক্ষা অনেক সুশিক্ষিতা ধাত্রী সে বিষয়ে ইহাঁর সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। অতিথির পরিচর্য্যা, আতুরের সেবা এবং দীনে দয়া ইহাঁর যেন স্বভাবগত। দুঃখিত এবং তাপিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্রবালা একস্থলে গাহিয়াছেন,—

"হ'য়ে থাক যদি সুখ শান্তিহারা,
এসগো আমার ঘরে,
হৃদয়ের রক্ত সঁপিব গো আমি
তোমার সুখের তরে"।

ইহাঁর এই উক্তি কেবল রচনা অলঙ্করণের জন্য সন্নিবেশিত হয় নাই। ইহাই ইহাঁর প্রকৃতি। ফলতঃ স্নেহশীলতা এবং স্বাবলম্বনপ্রিয়তা ইহাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি এবং এই দুই গুণই ইহাঁর সর্ব্বতোমুখ উৎকর্ষের প্রসূতী বলিতে হইবে। মৃদুতার এবং দৃঢ়তার এমন কমনীয় সমাবেশ স্ত্রীজীবনে অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়।

"মৃদু প্রকৃত্যাচ সসার মেবচ"

কালিদাসের এই উক্তির শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

চুঁচুড়া।
১—১—১৯০২ } শ্রীরাধানাথ রায়

সূচী।

প্রথম খণ্ড

প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রার্থনা	১
সংসারগতি	৩
কাজ নাই	৭
হতাশের উচ্ছ্বাস	১০
জিজ্ঞাসা	১৫
আবাহন	১৭
পাপিয়া	২০
বৈষম্য	২২
সৃষ্টি-রহস্য	২৪
দিবা অবসান	২৮
সন্ধ্যা	৩১
প্রকৃতির বীরত্ব	৩৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বর্ষা	৩৮
জ্যোছনানিশি	৩৯
চাঁদের হাসি	৪২
স্বর	৪৪
সঙ্গীত	৪৫
একখানি ফটোদর্শনে	৪৬
মতিঝিল	৪৭
মায়া	৫১
কমলাবতীর প্রতি পুষ্পবতী ...	৫৩
কবি	৫৭
নদী	৬০
সিন্ধু	৬৩
স্বর্গারোহণ	৬৫
বাসনা	৭২
যমুনা	৭৩
আত্মসমর্পণ	৭৪
মধুর মৃত্যু	৭৬
আমার সাধনা	৭৮

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
আমার জীবন	...	...	৮২
বাল-বিধবা	...	...	৮৭

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রেম-সৌন্দর্য্য।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
বীণাসম্বোধনে	...	...	৯৩
পাখীর গান	...	...	৯৫
অভিমান	...	...	৯৭
প্রেম-পিপাসা	...	...	৯৮
প্রিয় সম্বোধনে	...	...	১০০
দাঁড়াও	...	...	১০২
কুহেলিকা	...	...	১০৪
যোগিনী	...	...	১০৫
অতিথি	...	...	১০৯
শিশু	...	...	১১০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আবাহন	১১২
ফুল ও সমীরণ	১১৫
পাগলের উচ্ছ্বাস	১২০
ঘুমঘোর	১২৩
তুমি	১২৬
আকুল আহ্বান	১২৯
আমার দেবতা	১৩৩
সুখী	১৩৯
যোগসাধনা	১৪৪
তটিনীতীরে	১৪৭
বল বল	১৪৯
বিরহে প্রেম	১৫১
ভিক্ষা	১৫৩
সাধের সমাধি	১৫৫
জীবনতরি	১৫৬
সাধের ভাসান	১৬০
আত্মদান	১৬৩
চোর	১৬৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিদায়	১৭২
প্রিয় অদর্শনে	১৭৮
আকুল গীতি	১৮০

তৃতীয় খণ্ড

চিন্ময়-সৌন্দর্য্য।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রতাপরুদ্র	১৮৫
বিহ্বল প্রতাপরুদ্র	১৮৭
শ্রীগৌরাঙ্গ	১৯০
পাগলিনী রাই	১৯২
কদম্বতলে	১৯৫
বাঁশরী	১৯৬
বিদায়কালে ব্রজাঙ্গনা	১৯৮
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা	২০০
উদ্ধবদর্শনে শ্রীমতীর উক্তি	২০৪
নিবেদন	২০৮

প্রথম খণ্ড।

প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য।



অমিয়গাথা ।

প্রার্থনা ।

বিভো কি বলিব আর,—
যেখানে সেখানে থাকি,
নাথ বলে যেন ডাকি,
সদা যেন মনে থাকে আমি গো তোমার !

রেখ এই নিবেদন,
পেয়ে সংসারের সুখ,
যেন না উথলে বুক,
যেন গো না যাই ভুলে ও দুটি চরণ ।

এই ক'রো দয়াময় !
থাকিয়া সংসার মাঝে,
খাটিব তোমারি কাজে,
তব নামে ভরা রবে এ তুচ্ছ হৃদয় ।

শুন ওগো প্রাণ ময় !
হব তৃণাদপি দীন,
কারে না ভাবিব ভিন,
আপনা হারায়ে ফেলে হব বিশ্বময় ।

রেখ রেখ এইকথা,—
আমারে জননী ব'লে,
আসিয়া আমার কোলে,
দুখী তাপী জন যেন ভুলে সব ব্যথা !

আরগো প্রার্থনা মোর,
তুমি প্রভু তুমি স্বামী,
তোমারি সেবিকা আমি,
এই জ্ঞানে রেখ মোরে দিবা নিশি ভোর ।

বোলপুর।

সংসার-গতি।

কাহারে জানাব মম প্রাণের বেদন,
কি ধন অভাব মম,
কারে কব প্রিয়তম,
বলিলেই কেবা তাহা করিবে শ্রবণ !
ভগন হৃদয় হায়,
পরিপূর্ণ কি ব্যথায়,
এখানে চাহেনা কেহ তুলিয়া নয়ন

যার পাশে যাই সেই করে অযতন,
অভাগীর তপ্তবায়,
কেহ নাহি নিতে চায়,
চোখ চোখি হ'লে সবে নামায় বদন।
কত অপরাধীমত,
প'ড়ে আছি অবিরত,
নিয়ত সংসার দলে দিয়া দু'চরণ।

পাইনা জগতে আমি একটু যতন,—
আমি জগতের পর,
সবে বলে "সর সর"—
আমার বাতাস পাছে করে পরশন!
আমার নয়ন জল,
ভাসায় ধরণী তল,
কেহত চাহেনা তুলি করুণ নয়ন!

নিঠুর সংসার বিভো! নিঠুর কেবল,
ঘৃণা উপহাসে হায়,
সে যে গো নিভাতে চায়,
ভগন পরাণ মাঝে জ্বলে যে অনল।
সে ঘৃণা উপেখা বাণে,
আরো ব্যথা বাজে প্রাণে!
বজ্রানলে ধরা কভু হয় কি শীতল!

না পাইনু এজগতে একটু আদর,
শুধু প্রাণে হাহাকার,
নাহি স্থান দাঁড়াবার,
মোর চোখে মরুভূমি বিশ্ব চরাচর!

জগতে র'য়েছে যারা,
সবে হাসে খেলে তারা.
বিষম বিষাক্ত ব্যথা ভাঙেনি অন্তর।

আমারি হৃদয় শুধু বিষাদে কাতর,
আমিই মরমে ম'রে,
এক পাশে আছি স'রে.
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর।
আমারি গো ছেলে বেলা,
ভেঙেছে সাধের খেলা,
আমিই জগতে আছি হ'য়ে পর পর !

আমারি ভাঙিয়া গেছে সুখের স্বপন,—
আমারি প্রভাতে ধরা,
বিকট আঁধার ভরা,
আমারি সকাল বেলা যামিনী ভীষণ।
আমারি বসন্ত ছটা,
বরষার ঘন ঘটা,
আমারি গো অগ্নিকণা চাঁদিমা-কিরণ।

হেরি সংসারের গতি বুঝিনু এখন,—
সংসারে মমতা নাই,
নাহি আরামের ঠাঁই,
দীনের তরেতে নাই সান্ত্বনা বচন।
না থাক্ তাহে কি দুখ,
চাহিনা ধরার সুখ,
আছেত আমার তরে তোমার যতন।

জগতে আমার শুধু তুমি নিজধন,—
যে হৃদি সংসার হায়,
ভাঙিয়াছে বজ্রঘায়—
পতি পিতা পুত্ররূপে সে হৃদি এখন—
জুড়াও গো প্রাণময়,
হয়ে যাক এ হৃদয়,
ও পদে সমাধি নাথ জনমমতন।

হুগলী; ১৩০৩।

কাজনাই।

কোলে টেনে লও আর থাকিতে না চাই,
সংসারের কালানলে,
হৃদয় যেতেছে জ্বলে,
কত যাতনায় প্রাণ পুড়ে হয় ছাই।
কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই।

কোলে টেনে লও নাথ আর কাজনাই,
সংসারের সুখ ছাই,
আর আমি নাহি চাই,
হৃদয়ে আগুণ জ্বলে কাঁদিয়া বেড়াই।
কোলে টেনে লওনাথ আর কাজ নাই।

নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও,
হেথা ভরা হিংসা দ্বেষ,
নাহি বিন্দু সুখ লেশ,
কেন আর রাখি মোরে, পরাণ পোড়াও ?
নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও!

নাও প্রভো অভাগীরে কোলে টেনে নাও
সংসার উপেখা আর,
ওগো প্রিয় প্রাণাধার—
পারিনা সহিতে—মোর যাতনা নিবাও।
নাও প্রভো অভাগীরে কোলে টেনে নাও!

নাও নাথ দয়া ক'রে কোলে টেনে নাও
যারা আপনার জন,
ছল খোঁজে অগনন
বিনা অপরাধে প্রাণ করেগো উধাও
নাও নাথ দয়া কোরে কোলে টেনে নাও।

দাও মোরে দাও ঠাঁই তোমারও পায়,
নতুবা প্রাণের হরি,
নিবাও গো দয়া করি,
যে আগুনে সদা মোর বুক জ্বলে যায়।
দাও নাথ দাও ঠাঁই তোমার ও পায়!

না না না কিছুই আমি চাহি নাগো আর,—
বিষাদ ব্যথিত বুকে;
চাব সুখ কোন মুখে,

তাই কর ইচ্ছাময় যা ইচ্ছা তোমার।
নাহি এ জগতে আর প্রার্থনা আমার।

শুধু চাই দাও ঠাঁই তোমার ও পায়।
জগতের কিছু হায়,
এ প্রাণ নাহিক চায়,
ভুগেছি অনেক ভোগ এ পোড়া ধরায়।
তাই আজ মাগি ঠাঁই ও রাতুল পায়!

কোলে টেনে নাও নাথ আর কাজ নাই,
ত্যজি দেশ ত্যজি ঘর,
এসেছি বিদেশে "পর"
আকুল পরাণে আজ দেশে যেতে চাই!
কোলে টেনে নাও নাথ আর কাজনাই।

হুগলী ১৩০৩।



হতাশের উচ্ছ্বাস।

কে তুমি বেড়াও কেন
গাহিয়া বিষাদ গান ?
কি আঘাতে বল ভাই
ভেঙেছে তোমার প্রাণ ?

"সুখ সুখ" ক'রে কেন
আকুল পিপাসী প্রায়,
হায় সখে বারি ভ্রমে
ছুটিতেছ সাহারায় !

কারে তুমি "সুখ" বল
তাহারে কি চেন ভাই !
আমিত জীবনে কভু
তার মুখ দেখি নাই।

আমি জানি কথা দুট
আকাশ কুসুম প্রায়,

অথবা লুকায় সুখ
পরশি আমার বায় !

খুঁজে তারে হ'নু শ্রান্ত
আর খুঁজে কিবা ফল,
পরের হাসিতে আমি
ঢেকে রাখি অশ্রুজল।

আমিও তোমার মত
সুখের কাঙাল ভাই,
আইস দুজনে মিলে
একপথে ছুটে যাই।

আমিগো জগতে একা
নিয়ত কাঁদিয়া মরি।
পাইনা প্রাণের সখা—
কাঁদিতে গো গলা ধরি।

নীরবে নীরবে মোর
হৃদয় ফাটিয়া যায়,

একটি স্নেহের ভাষা
কেহত বলেনা হায় !

একটি স্নেহের ভাষা
শুধু লভিবার তরে,
দিয়াছি এ সারা প্রাণ
ঢালিয়া জগত পরে—

কিন্তু হায় কোথা স্নেহ
কোথা তার প্রতিদান—
নিঠুর সংসার মোরে
শুধু করে হতমান।

তাই করিয়াছি ঠিক
খুঁজিবনা সুখ আর—
বধির বিশাল বিশ্বে
• ঢালিবনা হাহাকার।

প্রাণের দারুণ জ্বালা
গোপনে ঢাকিয়া রেখে

তুলিব বীণায় তান
পরের হাসিটি মেখে।

হও তুমি সখা মোর
এক করি দুটি মন
গাব বিভু প্রেম গান
যতদিন এ জীবন।

নিঠুর জগতে কেন
মিছা অশ্রু জল ঢাল ?
ব্যথিতে ব্যথিতে এস
সাজিবে মানাবে ভাল।

এ জগত দুদিনের
কেন ক্ষোভ তাপ তায় ;
নিত্যসুখ কোথা এস
খুঁজে দেখি দুজনায় !

সংসারের মায়া মোহ
সব পায়ে দ'লে ভাই,

আইস অনন্ত দেশে
অনন্তে মিশিতে যাই।

কেবল সুখের তরে
আসিনি জগতে ভাই,
আছে জীবনের কাজ
তাকি কিছু মনে নাই?

মিশায়ে প্রাণের ব্যথা
বিশাল জগত গায়,—
নবোদ্যমে জগতেতে
খাটি এস পুনরায়।

মাথাখাও আর সখে
গেওনা বিষাদ গান,
বিশ্ব সেবা ব্রতে এস
দোঁহে ঢেলে দিই প্রাণ।

হুগলী; ১৩০৩।

জিজ্ঞাসা ।

নীরবে শিখেছি প্রেম
তোমারি কাছে,
মরমে তোমারি ছবি—
লুকান আছে ।

পাখীর ললিত গানে,
তবপ্রীতি জাগে প্রাণে,
মলয়ে তোমারি প্রেম—
উছলি আসে ।
তোমারি প্রেমের স্মৃতি—
সাগরে ভাসে ।

চাঁদের মধুর হাসি,
তোমারি সুষমারাশি,
তোমারি করুণা বিন্দু
নীল আকাশে ।
তোমারি সুরভি লভি
সান্ধ্য বাতাসে ।

অনন্ত হয়েও তুমি,
সান্ত রূপে মরভূমি,
জুড়িয়া রয়েছ কিবা—
মধুর রূপে,—
সাধে কি সমাধি যাচি
ও প্রেম কূপে !

বলেছিলে এক দিন
মধুর হেসে,—
জুড়াবে তাপিত প্রাণ
নিকটে এসে !
সে দিন আসিবে কবে,
তাই বসি গণি ভবে,
বল এ সাধনা মোর—
পূরিবে কবে ?
অসীমে সসীমে কবে
মিলন হবে ?

মাগুরা।

আবাহন।

এস এস তুমি আমার দুয়ারে—
আমি তব নহি পর,
যেই বিশ্বে তুমি লভেছ জনম—
সেই বিশ্বে মোর ঘর।

দারুণ বর্ষায় বসি তরুতলে—
সহিবে সলিল ধারা,—
রুধিয়া জানালা আমি ব'সে রব-
হইয়া আপনাহারা!

ইহা কভু নহে মানব ধরম—
নহে শ্রেয় অনুকূল,
আপনার মাঝে আপনারে বাঁধা
শুধুই মোহের ভুল।

হ'য়ে থাক যদি সুখ শান্তি হারা-
এসগো আমার ঘরে,—
হৃদয়ের রক্ত সঁপিবগো আমি
তোমার সুখের তরে!

তোমার জগত যদি হয়ে থাকে—
ওগো উধাও শ্মশান !
এস মোর বাড়ী মোর সব দিয়া—
ফুটাব তোমার গান।

মোর সব দিয়া তোমারে হাসাব—
এবার করেছি সার,
আপনার মাঝে আপনারে আমি—
নারিগো বাঁধিতে আর।

যদিও অসীম মানব জীবন—
ক্ষুদ্র পরিসর তার,—
অসীমের সনে তবু জড়াজড়ি
কি অপূর্ব্ব একাকার !

ক্ষুদ্র হ'য়ে কেন আপনারে লয়ে,
রহিব ধরার মাঝে ?
অসীমের ছবি হৃদয়ে ফুটাব
খাটি তোমাদের কাজে !

এ সাধনা মোরে সাধিবারে দাও
ওগো তোমরা সবাই,—
তোমাদের তরে যেন বিশ্ব মাঝে
আমি আপনা হারাই।

যে আছ যেখানে দুখী তাপীজন,—
এসগো আমার ঘর!
তোমরা আমার আমি তোমাদের
ভেবনা একটু পর!

হুগলী।



পাপিয়া।

কেনরে করুণ-গীতি গাস অবিরল !
কেন তুই মর্ম্মে মরা,
কি বেদনা বুকভরা,
তোর কি নাহিক হেথা আরামের থল !

তোরে কি করিয়া স্নেহ,
সংসারে ডাকেনা কেহ,
তোরেকি নাদেয় ঠাঁই গিরি তরু দল !
কেন তোর "চোখ গেল" বল্ মোরে বল্ ?

ভাল বেসে তুই কিরে,
পাসনি একটু ফিরে,
তাই কিরে তোর বুকে জ্বলি কালানল—
আঁখি দিয়া উথলায়,
তাই তোর চোখ যায়,
তাই কি সহিস বুকে ব্যথা অবিরল !

অথবা সংসারে ভরা হিংসা স্বার্থ ছল,—
তোর ও স্বর্গীয় আঁখি,
দেখিতে পারেনা পাখি,
তাইকি নিয়ত বহে প্রাণ গলা জল !
সঞ্জীবনী ধারা হ'য়ে,
যাবেকি তা বিশ্বেব'য়ে,
জাগিবেকি মানবের মৃত হিয়াতল !

আয় পাখি ! তুই আমি মিলে দুজনায়,—
হৃদয়ের রক্ত দিয়া,
বিশ্ব প্রেম শিখাইয়া;
মানুষে দেবতা আজ করিব ধরায় !
"চোখ গেল" তোর গান,
আমার এ ভাঙা প্রাণ,
দুঁহে মিলে নব যুগ আনি ভবে আয় !

মাগুরা।

বৈষম্য।

বিভো ধরণী তোমার !
কোন স্বপনের ভরে,
গড়িলে কিসের তরে,
সবি যেন ভাঙা গড়া কেন গো ইহার ?

বিভো ধরণী তোমার,—
স্নেহ প্রেম প্রীতি পূর্ণ,
তবু কেন হিয়া চূর্ণ,—
শতকণ্ঠে কেন নিতি উঠে হাহাকার !

বিভো কেনগো এমন !
মিলনে বিরহ দিয়া,
তৃপ্তিটুকু আবরিয়া,
জড়াইলে সুখে দুখে প্রাণের স্বপন !

বল বল ভগবান !
আশায় নিরাশা কেন,
সাধেতে বিষাদ হেন,
স্নেহবলি দিতে কেন গড়িলে শ্মশান।

বল বল প্রাণাধার !
জীবনের স্তরে স্তরে,
কেন মৃত্যু বাস করে,
মানবের বুকে কেন হিংসা স্বার্থভার ?

বল বলগো আমায় !
সুন্দর গোলাপ হেন,
কণ্টকে বেষ্টিত কেন,
মধুর চন্দ্রিকা কেন ভরা কালিমায় !

কেন ওগো দয়াময় !
সোণার বসন্ত হায়,
দুদিনে ফুরায়ে যায়,
পলে পলে কেন বিশ্ব পাইতেছে লয়

বল বল একবার !
সুন্দর ও অসুন্দর,
কেন হেন একত্তর,
বাস্তব স্বপন জাল কেন একাকার !

হুগলী।

সৃষ্টিরহস্য।



এ সৃষ্টিরহস্য কি যে বুঝা নাহি যায়,
এই যে কুসুম দল,
রূপে গুণে ঢল ঢল,
প্রভাতে ও কম—কায় লুটিবে ধূলায়!

নদীর লহরীগুলি,
মৃদুল হিল্লোলে দুলি,
মানব মরমে কত উচ্ছ্বাস বহায়!
কিন্তু সে সুষমা হায়,
পলকে ফুরায়ে যায়,
পলে পলে নব নব সকলি ধরায়!

বসন্তেতে কোকিলের মনোরম স্বর,—
মাতায় মানব প্রাণ,
কিবা সে পঞ্চম তান,
বসন্ত সুহৃদ সহ হয় সে অন্তর!

নিদাঘে তপত রবি,
বরষার নীল ছবি,
প্রাণহরা শরতের স্বর্ণ শশধর,—
হেমন্তে শিশির-ঘটা,
শীতের কুহেলি-ছটা,
সবি দুদিনের তরে ধরণী উপর !

বালকের আধ ভাষা দুদিনের তরে,
সপ্ত রঙে রাঙা তনু
মনোহর রামধনু,
পলকের তরে শুধু গগন উপরে।

আজি হাসি অশ্রু কাল,
মিলনে বিরহ জাল,
এই ঢাকা ছিল নভো তারকানিকরে ;
দূর ক'রে গাঢ় মসী,
আবার উঠিল শশী,
কে জানে রহস্য কত সৃষ্টির ভিতরে।

আজ যারে হেসে বলি আমি গো তোমার !
"প্রলয়ে ডুবিলে ভব,
তবুও তোমারি রব",
কালি যে যন্ত্রণাময় ছায়াটি তাহার !

কোথা সে প্রণয়-সিন্ধু,
নাহি আর এক বিন্দু,
আছে শুধু স্মৃতি-চিহ্ন ঘৃণা উপেখার !
গেছে ভাল বাসা বাসি,
নিবেছে সুখের হাসি,
নাহি বুঝি জগতের কি যে এ বিচার !

চারি দিকে ভাঙা গড়া হেরি অনিবার,—
সংসার তরঙ্গ-ঘায়,
ক্ষুদ্র তৃণ কুটা প্রায়,
ভাসিছে মানবদল করি হাহাকার।

কেন এত ভাঙা গড়া,
নাহি বুঝি আগাগোড়া,

কেন হেন খেলা খেলে কে সে খেলোয়াড় !
কেবল দেখিতে পাই,
এই আছে এই নাই,
নাহি জানি আছে ইথে কি যে সমাচার !

অথবা জানিতে মোর নাহি অধিকার,
খেলিছেন বিশ্বস্বামী,
তাঁহার পুতুল আমি,
আমি অণু—কায কিগো স্থষ্টির বিচার !

না গো না চাহিনা আর,
শুনিতে সে সমাচার,
তুমি খেল খেলিতে যা বাসনা তোমার ॥
এ বিশ্ব রহস্যাগারে,
ডুবাইয়া আপনারে,
আমি শুধু বসে নাথ দেখি অনিবার।

হুগলী।

দিবা অবসান।

হয় ওই দিবা অবসান,
যেন হায়,
কি ব্যথায়,
চ'লে যায়,
পায় পায়,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ান!

হয় ওই দিবা অবসান,
পশ্চিমেতে,
বিষাদেতে,
কার আশে,
মুক্ত বাসে,
ও যেন গো করিছে পয়ান।

হয় ওই দিবা অবসান,
সে ছায়াটি,
পরিপাটী,
নীল জলে,
কিবা ঝলে,
কিবা তুলে প্রেমের তুফান ।

হয় ওই দিবা অবসান,
কেশ-ভার,
গেছে তার,
এলাইয়া,
ছড়াইয়া—
শ্যামছটা—সুষমা মহান্ ।

হয় ওই দিবা অবসান,
কত সুখ,
কত দুখ,
কত শান্তি,
কত ক্লান্তি,
ভরে দিয়া মানব—পরাণ ।

হয় ওই দিবা অবসান,
কত স্মৃতি,
কত প্রীতি,
কত আশা,
ভাল বাসা,
তার সনে করে গো পয়াণ।

হয় ওই দিবা অবসান,
হায় হায়,
ওই যায়,
তার সনে,
নিরজনে,
মানবের কল্পনার গান।

হয় ওই দিবা অবসান,
ফুল-হাসি,
তারা-রাশি,
চাঁদিমায়,
মৃদু বায়,
এজগতে করিয়া আহ্বান।

হয় ওই দিবা অবসান,—
সন্ধ্যা ধীরে,
চাহে ফিরে,
তার পায়,
আপনায়,
দিবা সুখে দিল আত্মদান।

হুগলী

সন্ধ্যা।

সারা দিন খেটে-খুটে
কাতর হইয়া—
দিবাটি সাঁঝের কোলে
প'ড়েছে শুইয়া।
তাহার বিরহ-শরে,
দিনেশ মরমে মরে,
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা
পড়িছে ঢুলিয়া—
সুনীল সিন্ধুর বুক
কাতরে চুমিয়া!

সহসা ভাঙিল যেন
কি এক স্বপন,
থামিল পাপিয়া গীতি—
ভ্রমর-কূজন।
পাখিদল ম্লান মুখে,
কত ব্যথা যেন বুকে,
ধীরে ধীরে ফিরিতেছে
কুলায় আপন।
শিশু ডাকে "আয় চাঁদ"
মা চুমে বদন।

সন্ধ্যা আসে স্বপনের
গলাটি ধরিয়া;
দিগঙ্গনা আনে তারে
বরণ করিয়া।
মঙ্গল শঙ্খের তান,
গায় আগমনী গান,
ঘরে ঘরে দীপমালা
ছড়ায় কিরণ।

কি এক নবীন ভাবে
ভরিল ভুবন।

প্রকৃতি সন্ধ্যারে পূজে
সিন্দূর ঢলিয়া,
রক্তিম আভায় উঠে
দিক উজলিয়া।
দ্বিজদল দেব-ঘরে,
মঙ্গল আরতি করে,
হেরি সে মধুর ভাব
বিভল হইয়া,—
ধীরে ধীরে সমীরণ
যাইছে বহিয়া।

ঝোপের আড়ালে নব—
বধূটির প্রায়,
ধীরে ধীরে কত আশে
শশধর চায়।
হেরি সে চাহনী তার
মনে পড়ে রাধিকার--

আকুল চাহনী সেই—
যমুনা বেলায়।
মনে পড়ে সেই বাঁশী
"আয় রাধে আয়"।

কি এক বিমল স্রোত
বহিল ধরায়,
মানবের শোক তাপ
ছিল যা হিয়ায়—
থামিল ক্ষণেক তরে,
সবাই বিভুরে স্মরে,
সবাই প্রণমে তাঁরে
বিভল হিয়ায়।
আমিও প্রণমি দেব
পবিত্র সন্ধ্যায়।

পাণ্ডুয়া।

প্রকৃতির বীরত্ব।



প্রকৃতিগো একি আজ করি দরশন,—
কোথা সে মোহিনীবেশ,
কোথা সে রূপের রেশ,
কোথায় সে বসন্তের কুসুম-ভূষণ!
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু,
কোথা সে শারদ ইন্দু,
কোথা সে তারার হার নয়ন-রঞ্জন!
শিশির-মুকুতামালা কোথা বা এখন;
বল আজ তব ছবি কেনগো এমন?
মসীময় বর্ম্মে আজ,
কেন হেন বীর সাজ,
করেতে অশনি-অসি করে ঝন্ ঝন্!
সমীরণ দ্রুত ব'য়ে,
কি বারতা যায় ল'য়ে,
কার সনে বল আজ বাধিয়াছে রণ!
বল বল এ বীরত্ব কিসের কারণ?

প্রবল সিন্ধুর ঢেউ আজ কি কারণ,—
আকুল পরাণে ছুটে,
পড়িছে আবেগে লুটে,
আতঙ্কেতে বেলা-পদ করিয়া চুম্বন!
কেন আজ বেলা তায়,
গরবে না ফিরে চায়,
সদম্ভে আছাড়ি ঘোষে গৌরব আপন?
শরণাগতেরে আজ কেন সে এমন!

তরুগুলি নত মাথে কেন গো এমন,—
পড়িয়া ধরণীতলে,
কার পায় কিবা বলে,
কার সনে সন্ধি তারা করিছে স্থাপন?
নদীতে তরণী-কুল,
কেন হেন দিক-ভুল,
বরুণ তাদের কেন করে আবাহন?
সেকি গো বিপক্ষ তব বল বিবরণ!

সুনীল গগনে নাহি চাঁদিমা তপন,
শুধু ঘন অন্ধকার,
ঢাকিয়াছে অঙ্গ তার,
আঁধার—আঁধারময় এবিশ্ব ভুবন !
কে আজি গো রোষভরে,
দারুণ তীখন শরে,
দীনের কুটিরগুলি করিছে ভগন ?
কে নিঠুর দীন জনে নিঠুর এমন !
কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তোমা করে আবাহন,—
নারী হ'য়ে নরহেন,
প্রবল বীরত্ব কেন,
কেন গো এ বীর-দর্প ভীম আস্ফালন ?
কেন তীব্র হুহুঙ্কার,
কোন বীর অবতার,
চাহেনি তোমারে কর করিতে অর্পণ ?
বল বল কেন আজ বীরত্ব এমন !

বোলপুর

বর্ষা।

নীবিড় জলদজালে ঢাকিয়া বিশাল বিশ্ব,
ওকে রাণী ফুলময়ী দেখায় হরিত দৃশ্য !
হরিত অম্বরপরা শ্যামল চিকণ কেশ,
মৃদু মৃদু বারি বিন্দু বাড়াইছে চারু বেশ !
ঝলকে বিজলী হাসি আহা মরি কি মধুর !
মেঘছলে চারুপদে বাজে মরি কি নুপূর !
নাচিয়া উঠিছে সিন্ধু আনন্দ ধরে না বুকে।
খুলিয়া মোহন পাখা শিখি নাচে মন-সুখে।
গাহিছে বন্দনা ভেক আরামেতে ঢল ঢল,—
ডুবে গেল ওর প্রেমে রবি শশী তারাদল !
বালা যেন বিশ্বজয়ী আপন রূপের ভরে,
দেখিছে কবি ও ছবি ডুটি আঁখি শত ক'রে ;
মরি মরি কি মাধুরী ডুবে গেল সারা ধরা !
কে দেখেছে হেন রূপ পরাণ পাগল করা !

মাগুরা।

জ্যোছনা নিশি ।

মধুর জ্যোছনা রাতে,
কি আনন্দ পাতে পাতে,
মেদুর মলয় বাতে
কত সুধাধার !
কুহু ডাকে "প্রিয়তম",
কোকিলের কাল ভ্রম,
প্রকৃতির মনোরম,
রূপের বাহার ।

আকাশে অযুত তারা,
অফুট অফুট পারা,
যেন তারা আত্মহারা,
কার রাঙা পায় !
ফুলবধূ ঊর্দ্ধ মুখে,
কত মধু লয়ে বুকে,
যেন চেয়ে আছে সুখে
কার অপেখায় !

পতি যার পর বাসে,
সেও আজ কত আশে,
আলুলিত কেশ পাশে,
চাহে বাতায়ন !
বাতায়ন-মুক্ত দ্বারে,
সে আজ দেখিছে যারে,
তুলনা করিছে তারে,
নাথের বদন !

চাহিয়া চাঁদের পানে,
বঁধুয়া জাগিছে প্রাণে,
তাই হেন একতানে,
করে দরশন ।
চাহিয়া চাহিয়া তায়,
অভাগী মিটাতে চায়,
যত আছে ও হিয়ায়,
বিরহ জ্বলন ।

প্রেমিক যুগল যারা,
গলাগলি বসি তারা,

ছুটায় কল্পনা ধারা
মনের মতন,—
সাধক বিভুরে স্মরি,
ভাবিছে কি কারিগরি,
আনন্দে লুটিছে মরি
ধরি সে চরণ !

প্রিয়ার মধুর ছবি,
তুলনা করিছে কবি,
মধুর মধুর সবি,
আজি এ নিশায় ।
সাধে প্রাণ জেগে ওঠে,
সাধে কি লহরী ছোটে,
সাধে কি পরাণ লোটে,
বরাঙ্গ-ছটায় !

বোলপুর ।

চাঁদের হাসি।

ঢল ঢল ঢল হাসিছে শশী
নীলিমা সুচারু আকাশতলে,—
খল খল খল হাসিছে সিন্ধু
সে ছায়া ধরিয়া হৃদয়তলে।

ঢল ঢল ঢল হাসিছে ধরা
চাঁদের হাসিটি পরশকরি,
হাসে কুমুদিনী সরসী মাঝে
বঁধুয়া নেহারি প্রেমেতে ভরি।

হাসিছে প্রকৃতি গরবভরে,
প্রভাত ভাবিয়া গাহিছে পিক।
চাঁদের হাসিতে জগত হাসে
কাঞ্চন ছটায় উজলি দিক।

প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া চাঁদে
হাসিছে আকাশে তারকাকুল,
হেরিয়া মধুর সে প্রেমছটা
হাসিয়া লতায় ফুটিছে ফুল।

এজগত মাঝে কেবা না হাসে
এমন মধুর হাসিটিকার,—
বালক যুবক স্থবির মাতে
হেরিলে ইহারে একটিবার !

হাসির সাগর বিরলে পেয়ে
যতনে তাহা মথিয়া সুখে,—
বঞ্চিয়া সবারে চন্দ্রমা একা
রেখেছে মাখায়ে আপনমুখে ।

হেরিয়া চঁদের মধুর হাসি
শিশুরা নাচিছে মধুরতালে,
কবির হৃদয়ে স্বভাব সুখে
ঝলকে ঝলকে অমিয়া ঢালে ।

হাস হাস চাঁদ এমনি ক'রে,
মধুর মধুর মধুর পারা,
মোর আঁখি জল যাউক ভেসে
তোমাতে হ'য়ে আপনা হারা ।

বোলপুর।

সুরা

শ্লথ হৃদি মাঝে করি ভর,
কেতুই বহিয়া যাস করি তর্ তর্ ?
আধজাগা আঁখি দুটি,
তোর পায় পড়ে লুটি,
পরশিতে বর বপু দিক্ ভোলেকর ।

হায় হায় বৃথা সে প্রয়াস,
তোর যে ছলনা দেখি নরে বারমাস !
অদেখা মোহিনী বেশে,
দাঁড়াস নিকটে এসে,
অমিয়া ঢালিস দিয়া মধুরিম হাস !

তবু ভুলে নাহি দিস ধরা,
তোর কাজ দেখি শুধু নরে ক্ষিপ্ত করা ।
ধরায় কি জানে কেহ,
ল'য়ে অশরীরি দেহ,
খেলিতে এমন খেলা প্রাণ মন হরা !

বোলপুর

সঙ্গীত।

কোন্ দেব দেশ হ'তে
এলে তুমি ঝরিয়া ধরায় ?
কোন্ মন্ত্র বলে বল
পশু হেন মানব হিয়ায় !

কি মোহিনী জান তুমি
হিংস্রজাতি-আনতমস্তক।
সারাবিশ্ব ভজে তোমা
সারাধরা তোমারি স্তাবক।

তরল নদীর সম
নেচে নেচে তর্ তর্ করি,
নরের কঠোর হৃদি
কেমনে ভিজাও মরি মরি !

তব নিরাকার বাঁশী
বাজে কিবা মধুর সুতানে;
ঢালি সঞ্জীবনী সুধা
সারাবিশ্ব নিজপাশে টানে।

বোলপুর

একখানি

ফটোদর্শনে।

তন্দ্রামগ্ন অলসের মত
কত যুগ—যুগান্তর একাকি বসিয়া,
ভাবিছ কি গত সুখ যত ?
অথবা সে দুখস্তর রাখিছ গণিয়া !

যে চাহে তোমার মুখ পানে,
চেয়ে দেখ তারে স্নেহে হইয়া বিভল
নাহি ভাঙ বুক বজ্রটানে
স্বার্থপর ভাঙে যথা দীন হৃদি তল।

কত যুগ যুগান্তের কথা,—
তোমার দরশে আজ উঠেছে জাগিয়া
থাক ঢাকা সে অজানাব্যথা,
জীবন হউক ভোর ও গীতি গাহিয়া !

বোলপুর।

মতিঝিল। *

এক দুই ক'রে হায়,
কতদিন চ'লে যায়,
কিন্তু তার স্মৃতিটুকু
মুছেনা কখন,—

সে যে অতি ধীরে ধীরে,
জাগে মরমের তীরে,
মানব হৃদয় তার
সাধের আসন।

* মুর্শিদাবাদস্থ মতিঝিল নামক পুষ্করিণী দৃষ্টে লিখিত।

নববধূটির প্রায়,
ঘোমটা খুলিয়া চায়,
কতই অতীত গীতি
মাখা সে বদন।

ওই মতিঝিল ওই,
কিন্তু সে সুষমা কই,
যেই দিন মহম্মদ
সহ প্রিয়জন—

প্রাসাদে তীরেতে ওর,
হইয়া সুখেতে ভোর,
কল্পনায় স্বর্গরাজ্য
করিত গঠন।

স্বর্গ মন্দাকিনী প্রায়,
ওযেগো নাচিত হায়,
তার সনে কতসুখে—
হইয়া মগন!

সেদিন হ'য়েছে হত,
কালগর্ভে সবনত,
গেছে মহম্মদ, শুধু
আছে মতিঝিল,

নাহি সে মুকুতামণি, (১)
নাহি সে সোহাগ খনি,
অনন্ত সুষমা রাশি
হ'য়েছে শিথিল ।

নাহি সে মোহিনীবেশ,
নাহি সে সুখের লেশ,
নাহি সে সম্পদ, শুধু
রয়েছে সলিল !

আজি এরে দেখি হায়,
কত কথা মনে ভায়,
কত পুরাতন স্মৃতি
জাগিছে হিয়ায় !

(১) প্রবাদ আছে পূর্ব্বে মতিঝিলে মুক্তা জন্মাইত ।

কালের কঠোর ঘায়,
চির তরে নিদ্রা যায়,
এক্রামও মহম্মদ
ওর স্নিগ্ধ ছায়। (২)

আহা মরি সেই দুখে,
বেদনা পাইয়া বুকে,
বুঝি মতিঝিল আজ
কাঁদিয়া লুটায়!

ওর সে সুষমা তাই,
পুড়িয়া হয়েছে ছাই,
নাহি তাই সেই শোভা
নয়ন রঞ্জন।

সে সব সুখের হাসি,
কালস্রোতে গেছে ভাসি,
স্মৃতি শুধু পূর্ব্বছটা
করিছে কীর্ত্তন।

---

(২) মতিঝিলের নিকট মহম্মদ ও এক্রামের সমাধি আছে।

আজি মতিঝিল হায়,
ম্লান মুখে শুধু গায়,
জগতের অনিত্যতা
বরষি নয়ন।

মায়া।

হে সুরসুন্দরি! তুমি বল মানবের,—
কোন পুরাতন বন্ধু কত জনমের!
এড়াইতে তব কর,
চাহে যদি কোন নর,
অমনি যে বাঁধ তারে দিয়া শত ফের।

কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার?
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার!
তাই কি ক্ষণেক তরে,
পার না ছাড়িতে নরে,
তাই নরে টান—দিতে আত্ম উপহার।

বল অয়ি বরাননে বাসনা তোমার !
মানবের সনে তুমি কেন একাকার ?
স্বর্গীয় ললনা তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
হতাশ জীবনে আশা জাগে শতবার ।

কোন কার্য্য তরে বল মানস মোহিনি !
মরতে নরের সহ খেলিছ এমনি ?
তুমি কি নরের মিত্র,
বুঝি না ও কোন্ চিত্র,
বুঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি !

হুগলি।

কমলাবতীর প্রতি পুষ্পবতী। *

রাজমাতা আশে; ভবানী পূজিতে,
গেছিনু পিতার বাস,
অভাগীর ভালে, জ্বলিল অনল,
পুড়িল সকল আশ।

তৃষায় কাতরে, চাহিলাম বারি,
অম্বরে উদিল মেঘ,
আমার কপালে, উড়াইল মেঘে,
দুর্ভাগ্য পবন বেগ।

* শিলাদিত্য মহিষী পুষ্পবতী পুত্র কামনা করিয়া তাহা লাভান্তে পিতৃ রাজ্যস্থিত জাগ্রত ভবানী দেবীর পূজার্থে গমন করিয়াছিলেন সেই সময় শত্রুসমরে শিলাদিত্য নিহত হন। অন্যান্য মহিষীগণ চিতারোহণ করেন। পিত্রালয় হইতে প্রত্যাগমন কালে পুষ্পবতী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী না গিয়া স্বীয় সখী কমলাবতীর নিকট গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই অবলম্বনে এই কবিতাটি লিখিত হইল। লেখিকা।

পুত্ররত্ন সখি, লভিয়াছি কোলে,
ভবানী দেবীর বরে।
কিন্তু প্রাণপতি, ত্যজিয়া দাসীরে,
গিয়াছেন চিরতরে।

ছিল বড় সাধ, পুত্রধনে মোর
নাথ-কোলে অরপিয়া,—
স্বরগের চিত্র মরতে হেরিব
উথলি উঠিবে হিয়া!

সম্মুখ সমরে, পড়িয়া প্রাণেশ
গেছেন স্বরগ পুর,
সুখ সাধস্মৃতি, আমারি কেবল,
হৃদয় করিছে চূর।

প্রাণপতি সহ, সপত্নী সকল,
গেছেন স্বরগ ধাম,
আমিই র'য়েছি, যাতনা সহিতে,
আমারে বিধাতা বাম।

পতিবংশ মোর, গর্ভেতে আছিল,
রক্ষিতে তাহার প্রাণ—
সখিলো আমার, এ তুচ্ছ পরাণ,
করিণি চিতায় দান।

এবে অনুরোধ, সখিলো তোমায়,
লও পুত্রধনে মোর,
আপন সন্তান, ভাবিয়া তাহায়,
বেঁধ দিয়া স্নেহ ডোর।

রাজপুত্র সম, করিও শিক্ষিত,
যতন করিয়া তায়।
রাজকন্যা সনে, দিও পরিণয়,
বেশী কি বলিব হায়!

পতিবংশ মোর, এই পুত্র হ'তে,
যাহাতে উজ্জ্বল হয়—
তাই করো সখি! নিবেদন মোর,
হইওনা নিরদয়।

তব করে পুত্রে, করি সমর্পণ
আজি পতিপাশে যাই,
তোমার দয়ায়, সে দেশেতে সখি,
যেনলো আরাম পাই।

শিলাদিত্য প্রিয়া, এতেক বলিয়া
পশিলা চিতার মাঝে,
দেববালাগণ, লইলা তাঁহারে
স্বরগে নবীন সাজে।

জগত গাহিল, সতীর মাহাত্ম্য
মলয় তাহাই গায়,
শিলাদিত্য প্রিয়া, স্বরগেতে গিয়া
নমিলা পতির পায়।

বোলপুর।

কবি।

কে তুমি মোহন বীণা
লইয়া করে ?
কোন্ দেব দেশ হ'তে,
আসিয়াছ এ মরতে,
মানবের দগ্ধ হিয়া
মোহন তরে !

গাইছ কতই গান
ললিত তানে,
দেখাইলে রণ ক্ষেত্রে,
সে ভীষণ কুরুক্ষেত্রে,
ছুটিতে অগণ্য ক্ষত্রে
অনন্ত-পানে।

দুর্য্যোধন নৃপতির
দুরাশা কথা,
শুনালে সকল নরে,
দেখাইলে ভাল করে
রাজ্য হারা পাণ্ডবের
বুকের ব্যথা।

দেখাইলে পাণ্ডবের
সত্য মমতা,—
উজ্জল সুবর্ণাক্ষরে,
বুঝাইলে ভাল করে,
"যথাধর্ম্ম চির দিন
বিজয় তথা"।

বুঝালে ব্রজের প্রেম
মধুর গেয়ে,
দেখাইলে শকুন্তলা,
পতির চরণে দলা,
কেমনে সহিল বুকে
তাপস—মেয়ে!

তব করুণার বলে
দেখেছিসবি,
দেখিছি দণ্ডক বনে.
রাম সীতা আলাপনে
প্রেমের অমূল্য ছটা
মধুর ছবি ।

লহরী বহাও কত
মানসনদে,
ভুতলেতে কবি ঋষি,
প্রেমমগ্ন দিবা নিশি,
পুরাও বাসনা মোর
নমামিপদে,

বোলপুর

নদী



অবিরত শুধু কল কল,—
কোন্ সমাচার লয়ে কোথা যাস বল্ !
কতবিরহীর ব্যথা,
নিরাশার আকুলতা,
তোর ওই কল গানে যেন উছলায় !
তোর——উন্মাদিনী প্রাণ কারে চায় ?

তালে তালে নাচিয়া মোহন !
কতভুত ভবিষ্যৎ করাও স্মরণ।
কখনো বালিকা বেশে,
মৃদুল মধুর হেসে,
তারাবধূসহ খেল কি খেলা মহান্ !
শত আঁখিল'য়ে করি পান।

যৌবনের তীব্র সম্মিলনে,—
কি খেলাও গরবিনী প্রকৃতির সনে ?
হৃদয়ের শশধরে,
আছাড়ি গরব ভরে,
চুমিছ উন্মত্ত প্রাণে বেলার বদন,
কি অপূর্ব্ব সে প্রেম মিলন !

তোর সেই প্রেম আলিঙ্গন,—
পারেনা সহিতে তার সে ক্ষুদ্র জীবন।
সব বাধা পায়ে ঠেলে,
আপনা হারায়ে ফেলে,
কত জনপদ ল'য়ে—লইছে শরণ—
তোরবুকে—কি চিত্র ভীষণ !

তরি গুলি যায় তর্ তর্,
তোর যে আক্রোশ ভরা তাদের উপর।
নাই দয়া নাই মায়া,
কিবা সে কঠোরছায়া,
শুধুলোল জিহ্বা তোর বলে "দাওদাও";
প্রকৃতিও বলে "নাওনাও"।

নিজ পাশে টানি তরিদল,
বহাস যে কত বুকে শোক অশ্রুজল !
কেন লো যৌবন বেলা,
তোর এ ভীষণ খেলা,
বল্‌না কাহার ভাবে এমন বিভল ?
কিবা গাস ক'রে কল্‌কল্ !

তুই কি তাপিত আঁখিজল ?
সারা বিশ্বে না পাইয়া দাঁড়াইতে থল !
হেন উন্মাদিনী বেশে,
ধাসকি অনন্ত দেশে,
আমার মাথার কীরে সত্যক'রে বল !
মোরে তবে সাথে ল'য়ে চল।

আমার এ হৃদয় নদীর,
অনন্ত উচ্ছ্বাস কত ভাঙ্গিছে দুতীর !
কতস্তুপাকার স্মৃতি,
দহিতেছে মোরে নিতি,
সে তীব্র অনলশিখা নিবাইয়া দাও ;
পূত বুকে মোরে টেনে নাও।

বোলপুর।

সিন্ধু

অবিরত তববুকে,—
বলকি তরঙ্গউঠে,
কিসের লহরীছুটে,
বিপুল গর্জ্জনে কারে ডাক শতমুখে !

নিস্তবধ তব তীর,—
স্বরগের গীতি ল'য়ে,
যেন হেথা যায় বয়ে,
বাসন্ত মলয় ঢালি শান্তির মদির ।

যেন দেব বালাগণ,—
বসি হেথা সারাবেলা,
খেলিছে প্রেমের খেলা,
বিশাল সৌন্দর্য্যে—বাঁধি মানবের মন ।

যেন সুনীল গগণ,
ওপ্রত সৌন্দর্য্যে মাতি,
চাহিতেছে দিবারাতি,
সখ্য ভাবে করিবারে প্রেম আলিঙ্গণ।

নীলেনীলে একাকার,—
দুজনে দুজনে টানে;
দুজনে উন্মত্ত প্রাণে,—
দেখাইছে সৌন্দর্য্যের মহিমা অপার!

তব ও বিশাল বুকে,
কত কি র'য়েছে ঢাকা,
না দেখে যায় না থাকা,
তাই তোতে সারা বিশ্ব ধায় শতমুখে!

তোমাতে বিভল সবে,—
রবিশশী তারাদলে,
আনন্দে ডুবিতেচলে,
ডুবিয়া তোমাতে যেন কত সুখী হবে।

যথাযত নদ নদী,
সবাই উধাও প্রাণে,
আসিছে তোমার পানে,
ভরসা তোমাতে ডুবে শান্তি পায় যদি।

তুমিও বিভল চিতে,
ধরি আশ্রিতের করে,
লতেছ সোহাগ ভরে,
আমারেকি বিন্দু ঠাঁই পারিবে গো দিতে?

বোলপুর।

স্বর্গারোহন

(ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দেবীর স্বর্গারোহন উপলক্ষে)

একি শুনি আজ,
কামাণের কি ভীষণ,
গুরু গুরু গরজন,
পড়িল ভারত বক্ষে শত তীক্ষ্নবাজ।

যাঁর স্নেহ ছায়,—
ভুলিয়া যাতনা দুঃখ,
উৎসাহে ভরিয়া বুক,
আছিলা ভারত রাণী কত না আশায় !

চেয়ে যাঁর মুখ,
ভারত মাতার বুকে,
ছুটে ছিল শত মুখে,
কল্পনায় গড়া কত নন্দনের সুখ ।

"সেই দেবী নাই"—
থামথাম কি সম্বাদ,
কেনরে সাধিস বাদ,
হিয়া যে শতধা হয় বালাই বালাই ।

একি সমীরণ ?
একি আজ তোর রীতি,
কেন এ বিজয়া গীতি,
এলিরে ভারত বক্ষে করিতে অর্পণ !

ওহে দিনকর !
কোন্ সুখে বল আজ,
উদিলে ভারত মাঝ,
আজ যে ভারত বক্ষে শুধু অগ্নিস্তর ।

আজি ধরা ভরা,
আঁধার—আঁধারস্তর,
কোটি কণ্ঠে উঠে স্বর,
"কোথায় মা ভিক্টোরিয়া প্রজা দুখ হরা ।"

ওমা ভিক্টোরিয়া !
ত্যজিপূত সিংহাসন,
কোথা যাও কি কারণ,
অমর বাঞ্ছিত রাজ মুকুট ফেলিয়া ।

একি দয়াময়ি !
যে হৃদয়ে স্তরে স্তরে,
দয়া স্নেহ বাস করে,
মৃত্যু আজ তার কাছে হইয়াছে জয়ী !

মৃত্যু নিরদয় !
নাই তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম,
একিরে নিঠুর কর্ম্ম,
কাহার জীবন আজ ক'রেছিস জয় !

হায় যে জীবন
সমগ্র ভারত তরে
স্নেহ প্রেম মুক্ত করে
না বিচারি ভেদাভেদ করেছে অর্পণ !

হায় যে জীবন
ভারত ভরসা থল,
যাঁরে স্মরি অবিরল
ভুলে এ ভারতবাসী অনন্ত বেদন,—

হায় সে জীবন,—
হা নিঠুর নিরমম
পাষাণ কঠোর যম
খল্‌রে কেমনে আজ করিলি হরণ ?

স্মরণে ও নাম,—
ভারতের বক্ষে মরি,
বহিতেছে কি লহরী,
কি উচ্ছ্বাসে অন্ধকার তার হিয়া ধাম,

কি বলিব তার,
তুমি যে গো ছিলে তার,
আশীর্ব্বাদ দেবতার,
তুমি যে রতন তার অনন্ত আশার !

ঢালি আঁখি জল,
(আজি) আলেকজান্দ্রিয়া নাম,
গাও সবে অবিরাম,
গাও সেই নাম তরু লতা ফুল ফল।

গাও তাঁর নাম,
হইয়া আপনাহারা,
গাও চন্দ্র সূর্য্য তারা,
গাও পিক গাও ভৃঙ্গ গাও অবিরাম।

গাও গ্রহ মাস,
গাও যত তিথিবার,
গাও বর্ষ অনিবার,
বহ সেই পূত নামে নিশ্বাস প্রশ্বাস ।

সত্যই কি হায়,—
কাঁপাইয়া লক্ষ লক্ষ,
প্রজার ভগন বক্ষ,
চলিলে ভারত—দেবি পূত অমরায় !

যাও দেবি তবে !
বিধাতার কি আহ্বান,
কি মহিমামাখা তান;
শুনায় তোমারে বুঝি দেববালা সবে ।

(তাই) ত্যজি ধরাধাম,
ত্যজি রাজেন্দ্রাণীবেশ,
চলিয়াছ দেব দেশ,
পরম পিতার পদে করিতে প্রণাম ।

যাও দেবি তবে !
আমরা গাহিব নিতি,
তোমারি পবিত্র গীতি,
তোমারি মঙ্গল গাথা ব্যাপ্তরবে ভবে।

তুমি জেগেরবে,
নিয়ত ভারত বুকে,
কি যাতনা কিবা সুখে,
মরিয়াও তুমি যে মা মৃত্যুঞ্জয়ী হবে।

কর আশীর্ব্বাদ,
নব নৃপতির সনে
যেন তব প্রজাগণে
সুখে থাকে পেয়ে তাঁর করুণা প্রসাদ।

যাও তবে যাও !
আহ্বানিছে দেব ভেরী,
আরত সবেনা দেরি,
ভারতের বক্ষে পূত আশীর্ব্বাদ দাও !
(নব নৃপতির শিরে আশীষ ছড়াও !

বদনগঞ্জ শ্যামবাজার

বাসনা।

বাজায় মোহন বীণা
অসীমের মাঝে,
তৃপ্তি অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
কোথা তার তুচ্ছটান,
তাহার প্রভুত্ব শুধু
সীমাবদ্ধ কাজে।

বাসনার নাহি শেষ
অনন্ত অপার।
সীমাবদ্ধ কারাগারে
কে পারে বাঁধিতে তারে,
সসীমে অসীম পূত
সম্মিলন তার!

হুগলী।

যমুনা।

অয়ি বরাঙ্গনে কার মোহন মুরলী
করিলা পরাণ তব এমন বিভল,—
কার প্রেমগীতি কারে দিতে উপহার—
কোথায় চলেছ হেন ক'রে ঢল ঢল ?

কোথা আজ গোপবালা গাঁথিছে মালিকা,—
কোথা আজ গোপীকার নৈশ অভিসার ?
কোথায় সে কুসুমিত নিকুঞ্জ কানন
কই সে আকুল আঁখি বাউরী রাধার !

শুধুই কি সেই স্মৃতি বল সখি আজ,
উছলায় তোমার ও বরাঙ্গ ছটায় !
সে প্রেম লীলার আজ কোথা অবসান
বল সে প্রেমের খেলা আজিলো কোথায় !

৭৩]

আর কিলো তোর বুকে হয়না মিলন,—
ত্যজেনা কালাকি হেথা মান-তপ্তশ্বাস !
আজ কি বৃথাই তোর ও কল নিস্বন ?
বহেনাকি বুকে আর সে প্রেম উচ্ছ্বাস !

বৃন্দাবন।

আত্ম সমর্পণ।

আসে কেবা সীমন্তিনী পরি নীলাম্বর,
হীরক মুকুট শিরে মরি কি উজর !
আধ কাল আধ রাঙা গগন প্রাঙ্গণ,—
আলোক আঁধার যেন মিলিয়া দুজন—
বলিছে মরম-কথা জড়াজড়ি করি—
নাহি যেন দেখা শুনা কত যুগ ধরি।

একত্রে আলোক আঁধা মরি কি সুন্দর !
সহমৃতা সতী যথা পরি রক্তাম্বর—
চলিলে পতির পাশে পশিতে চিতায়—
কি এক মদিরা স্রোত বহে এধরায় !

তেমনি এ নব ছটা উজলি ভুবন,
দেখাইছে স্বর্গ মর্ত্তে পূত সম্মিলন।

ধরণী নবীন বেশে সাজিল মধুর,
বাজিল চৌদিকে শঙ্খ মাঙ্গলীয়াস্থুর।
বাজিল দেবতালয়ে কাংস করতাল,
ভকত মধুর স্তোত্র পঠিছে রসাল।
পরিশ্রান্ত প্রাণখানি ল'য়ে ধীরে ধীরে,
চলিলা রক্তিম রবি নীল সিন্ধু তীরে।

হেনকালে সন্ধ্যা সতী দিলা দরশন,
সাদরে করিয়া রবি স্নেহ আলিঙ্গন।
সঁপি তাঁর করে প্রিয় রাজ্যখানি সুখে,—
শান্তি আশে দিলা ঝাঁপ নীল সিন্ধু-বুকে।
সাগরের নীলজল করে ছলছল,—
আত্মসমর্পণ বিশ্ব গাহিল কেবল।

মাগুরা।

মধুর মৃত্যু।



এসগো মরণ সখা !
দেহ প্রেম আলিঙ্গন !
ও পূত পরশে মোর
জুড়াক জীবন মন।

তুমিগো দীনের সখা
তুমি সখা তাপিতের,—
তুমিগো মোহন আশা
শান্তি হারা জীবনের।

জগতের অবজ্ঞেয়
যে অভাগা অতিশয়,—
তব প্রেম আলিঙ্গনে
সেওত বঞ্চিত নয় !

বিশাল সাম্রাজ্য-পতি
মুষ্টিক ভিখারী আর,—
ভাব না পার্থক্য কিছু
সবে তুল্য গো তোমার।

সকলের সমভাবে
স্নেহ অঙ্কে টেনে ল'য়ে,
শিখাও কি বিশ্বপ্রেম
জগতে বিভোর হ'য়ে!

কেনগো তোমারে সবে
আলিঙ্গিতে নাহি চায়,—
আমিত ওমুখে হেরি
পবিত্র ত্রিদিব ছায়!

শীতলিতে দগ্ধ হৃদি
তোমার সমান আর,
বল সখা ত্রিজগতে
আছে কার অধিকার!

মৃত্যুত দুখের নহে
যাতনার নিরবাণ,
জ্বালাময় জীবনের
মধুময় অবসান!

আমিত করিনা ভয়
এস কাছে মধু হেসে।
ল'য়ে চল আমারে গো
তোমার শান্তির দেশে।

হুগলী

আমার সাধনা।

জীবনের মোর চির এ সাধন,
জাহ্নবী সলিল সম,
পবিত্র তরল তম,
হেরিব ভূতলে পূত মানব জীবন

শুধু মোর এইগো সাধন,
নীরব জ্যোছনা রাতে,
মেদুর মলয় বাতে,
দেখিব স্বর্গের চিত্র-ভূতলে মোহন।

জীবনের সাধনা আমার,—
অভাগীরে ভাল বাসি,
দিয়া চাঁদ মধু-হাসি,
সাদরে খুলিয়া দিবে গোলোক-দুয়ার

নীরবেতে মোর ক্ষুদ্র প্রাণ,
এই সদা ভাবে মনে,
বসি তৃণ আস্তারণে,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যগীতি শুনিবে মহান্।

আরগো সাধনা এই মোর,—
এ স্তবধ হৃদি মাঝে,
দেখিব নবীন সাজে—
কল্পনার চারু চিত্র—বিশ্ব যাহে ভোর

আর নিতি সাধে মোর মন,—
বাণভট্ট ভবভূতি,
কালির * পবিত্র দ্যুতি—
মাঝে—ডুবে যাবে চির এতুচ্ছ জীবন।

এই বড় সাধ গো আমার,
সংসারের তুচ্ছ টান,—
ক'রে ফেলে শতখান,—
কাঁদিব ধরিয়া গলা বন বীথিকার।

এই সদা সাধে মোর মন,
গোলাপ যুথিকা সনে,
কব কথা নিরজনে,
হবে মোর পিকভৃঙ্গ আপনার জন।

আর আছে একটি সাধন,
বসিনীল সিন্ধুতটে,
হেরিব মানস পটে,
বিশ্বের অস্থায়ী গতি হায়রে কেমন!

* কালিদাস।

আর এই সাধনা আমার,
পূত জাহ্নবীর নীরে,
মিশাইব ধীরে ধীরে,
মোর দগ্ধ হৃদয়ের নয়ন আসার ।

আর এই আমার সাধন—
সে তপ্ত নয়ন জল,
স্রোতে বয়ে চল চল,
পরশিবে "একমেবা দ্বিতীয়" চরণ ।

আর এই সাধনা আমার,—
দিয়া ভালবাসা ডালা,
আমারে দিবেনা জ্বালা,
ক্ষণিক সংসার—যার সকলি অসার ।

এই সদা আমার সাধন,
আমারে মিশাব পরে,
চাবনা নিজের তরে,
একটিও ধূলিকণা জীবনে কখন ।

আর এই সাধনা আমার,—
ধৌতকরি হিয়া দেশ,
"আনন্দং ব্রহ্ম" বেশ,
পূজিব ঢালিয়া নিতি প্রেমের আসার

এ সাধনা করিতে সাধন,
বসেছি সমাধি ক্ষেত্রে,
হেরি যেন যুগনেত্রে,
করিছে বিশাল বিশ্ব কি প্রেম বর্ষণ।

হুগলী।

আমার জীবন।

বিভো আমার জীবন,—
সৃজিলগো কি কারণ,
কিবা তাহে প্রয়োজন,
শুধুকি নয়ন ধারা করিতে বর্ষণ!

বিভো আমার জীবন,—
স্নেহ প্রেম উপহারে,
যায়গো পূজিতে যারে,
সে কেন হৃদয় দলে দিয়া দুচরণ !

বিশ্ব কেনগো এমন ?
একটি স্নেহের ভাষা,
ব'লে না পুরায় আশা,
উপেখা অনলে দেয় পোড়ায়ে জীবন।

বিভো আমার জীবন,—
সৌন্দর্য্য পিয়াসে হায়,
কেনগো উন্মত্তে ধায়,
ধায় যদি কেন হয় দলিত এমন !

বিভো আমার জীবন,—
নাহি জানি কিযে চায়,
শুধু করে হায় হায়,
জানিনা প্রাণের মাঝে কি তীব্র বেদন।

বিভো আমার জীবন,—
কি বিষাদে ম্রিয়মান,
খুলে আবরণ খান,
কেহ কি দেখিবে ভাবি আপনার জন !

বিভো আমার জীবন,—
কাঁদিবারে নিরবধি,
জগতে এসেছে যদি,
সাধ আশা ভরে কেন এতই মগন !

বিভো আমার জীবন,—
বিশ্বের বিচিত্র গতি,
দেখি কেন এক রতি,
নাহি পায় সুখশান্তি করেগো রোদন !

হায় বিশ্ববাসিজন,
বিশ্বপ্রেম ভুলে গিয়া,
কি লৌহে বেঁধেছে হিয়া,
"ভাই ভাই" দলাদলি কি চিত্র ভীষণ !

বিশ্ব কেনগো এমন ?
সবাই আপনা চায়,
পরার্থেতে আপনায়,
কেহ না করিতে জানে আত্ম বরজন!

বল এ নীতি কেমন ?
ধনমদে মত্ত যারা,
দীনেরে দেখিলে তারা,
কেনগো ভ্রুকুটি বাণে পোড়ায় জীবন ?

একি দৃশ্য ভগবন্ !
এই যদি বিশ্বরীতি,
মিছে কেন "প্রেমপ্রীতি"
অভিধান—তার শুধু বাড়ায় এমন !

তবে হেথা কি কারণ,
মিছে খোঁজা মনুষ্যত্ব,
মিছে ঘাঁটা নীতিতত্ত্ব,
জগৎ তাণ্ডব নৃত্যে হোক না পূরণ,—

তাহে কার কি বেদন,—
মুখোস পরিয়া হেন,
প্রেম প্রীতি ভান্ কেন,
যদি হেথা প্রেম প্রীতি জলের লিখন!

বিভো আমার জীবন,
এ ছলনা ভরা দেশে,
তবে আর কি আবেশে,
চাহে ওগো প্রেম প্রীতি ভিক্ষা অকারণ?

বল—ওগো আমার জীবন,—
মিছাই কি প্রেম সাধে,
মিছা কি কেবল কাঁদে,
না—না—তার নহে বৃথা রোদন কখন!

আমি— করিয়াছি দরশন,
এখনো পবিত্র সাজে,
হেথা প্রেম প্রীতি রাজে,
একাধারে স্বর্গ মর্ত্ত হেথা সম্মিলন!

বিভো তাই এ জীবন—
আজিও আকুল স্বরে,
প্রেম প্রীতি ভিক্ষাকরে,
ভাসাইতে প্রীতি নদে এ বিশ্ব ভুবন।

আশা হবে কি পূরণ ?
অথবা হইবে সার,
সাধ আশা গো আমার,
কাঁদিয়া ফুরাবে মোর অনন্ত জীবন।

বাল-বিধবা।

ওনহে বালিকা ও যে দলিত কুসুম,—
দেখেনি সুখের মুখ জীবনে কখনঁ,
স্বপন ফুরায়ে গেছে না ভাঙ্গিতে ঘুম।
অনন্ত আঁধারে প্রাণ হ'য়েছে মগন।

হায় স্বার্থপর বিশ্ব ও পবিত্র ফুলে,—
আপনার স্বার্থ জালে রেখেছে বাঁধিয়া,
কি লক্ষ্যে ও হৃদি ভরা দেখেনা তা ভুলে,
দেখেনাক কি সৌন্দর্য্যে ভরা ওই হিয়া।

রাখিয়াছে বাঁধি ওরে সীমার কারায়,—
দেয় না অসীমে তারে দিতে গো সাঁতার,
বুঝিল না বুক ওর ভরা কি ব্যথায়,
বুঝিল না প্রাণে ওর কি যে হাহাকার!

বুঝেনা মানব হায়, মানব ধরম,—
সংসারের ক্ষুদ্র কার্য্য সাধনের তরে—
ভাবে বিশ্ব লভেছে গো উহারা জনম।
বুঝেনা যে কি দেবত্ব ওই হৃদি পরে।

কেন এ কুসুম বিভো ঝরে গো অকালে
কেন গো তাদের বুকে শুধু অগ্নিস্তর—
কেন এত দুখ বিধি ওদের কপালে?
ওরাকি তোমার নহে সৃষ্টির ভিতর?

হায় বিভো ও কুসুমে স্বার্থপর নর—
চরণে এমন যদি করিল দলন—
তুমি গো লইয়া তুলে হৃদয় উপর,—
দেখাও এ বিশ্বে তব করুণা কেমন !

তব প্রেমামৃত দিয়া ওবুকের কালি,
করুণা করিয়া দেব দাও গো মুছিয়া।
ভরে দাও ও হৃদয় প্রেম শান্তি ঢালি,
জগত প্লাবিত হোক ও পদ চুমিয়া।

হুগলী



দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রেম-সৌন্দর্য্য

বীণা সম্বোধনে।

ঢাল বীণা ঢাল আবার সে সুধা !
মিটুক আমার এ অনন্ত ক্ষুধা।
যে সুধার তরে,
অসুর অমরে,
মেতে উঠেছিল হইয়া উন্মাদ,—
সে সুধায় বীণা ! নাহি মোর সাধ।

ওরে যে অমৃত বণ্টনের তরে,—
দেবহৃষীকেশ দেবে ছল করে,—
আসি নারীবেশে,
ছলিলা মহেশে;
সে অমৃত তুই রাখ দূরে রাখ !
দেবতার তাহা—দেবতারি থাক !

তারোচেয়ে উচ্চ তারোচেয়ে আর,—
আছে তোর মাঝে অমৃত আমার।
আজ তারি আশে,
আসা তোর পাশে,

খোল ত্বরা খোল্ স্মৃতির দুয়ার—
তবেই মিটিবে বাসনা আমার।

তার চেয়ে আর কি আছে নরের?
তার পদে নত সুধা অমরের।
অতীতের শ্বাস,
যাতনা হুতাশ,
বর্ত্তমানে শুধু সুধার আধার।
সান্ত্বনার স্থল দীন অভাগার।

সে একটি শ্বাস জড়ায়ে এখন,—
পারি শতবর্ষ যাপিতে জীবন!
শুনা সেই কথা,
জাগা সেই ব্যথা,
পলাক ছুটিয়া সমস্ত মরণ—
নিশা অবসানে তারকা যেমন।

বোলপুর।

পাখীর গান।

কিগান গাহিয়া
　　কোথায় যাস ?
কার লাগি প্রাণ
　　এত উদাস ?

কোন্‌সুর তোর
　　গানেতে ঝরে,
কেন সে আমারে
　　পাগল করে ?

আমার কতকি
　　পুরাণ স্মৃতি,
জাগিছে যে পাখি !
　　ওগানে নিতি।

তোর ওই গানে
মরম-দেশে,
একখানি সুর
আসিছে ভেসে।

কেন তোর গানে
এমন হই,
আমি যেন আর
আমাতে নই।

বল্‌রে এ গান
পেলি কোথায় ?
অমারে পাগল
করিলি যায় !

পারিনা বাঁধিতে
পরাণ আর,
বল্‌রে এ গান
হরিলি কার !

বোলপুর।

অভিমান।

কতই কেঁদেছি কতই সেধেছি
তার সে চরণ তলে,—
সেত চাহিল না, ফিরিয়া এলনা,
অভিমানে গেল চ'লে।
মুছে গেল ধীরে, মরমের তীরে,
তার সে স্মৃতির কণ,—
তবে কেন আর, তপ্ত আঁখিধার
দহিতেছে এ জীবন।
সুখের শয়নে, বিভল জীবনে,
সে কত স্বপন দেখে,—
নিষ্ফল কাঁদনা, আকুল বেদনা,
কেন তারে মরে ডেকে।
কত দিন গত, অপরাধী মত,
প'ড়ে আছি গো বিজনে।
কে জানে গো তার, অভিমান ভার,
যাবে কি না এ জীবনে!

হুগলী।

প্রেম পিপাসা।

সেকালের সেই কথা
আর কি তোমার সখা,
হবে তা স্মরণ ?
সুদূর অতীত গর্ভে
সে দিন এখন হায়
লভেছে মরণ !

বারেক বল গো শুনি
আর কি মরমে জাগে
অতীতের কথা,—
মরমের দ্বারে আর
দেয় কি আঘাত সখে
সেই—সুখমাখাব্যথা !

দেখিয়া দেখিয়া মুখ
হ'ত না তৃপ্তির শ্রান্তি—
তাই সদা দেখা,—
নব পরিচয় যেন,
সে চাহনী মাঝে ছিল
নব ভাব লেখা।

তখন প্রাণের ভাষা
ফুটিত না মুখে কভু,
ফুটিত নয়নে,—
আঁখির নীরব ভাষা
সকলি বুঝায়ে দিত
উঠিত যা মনে।

আজ নাহি লভে ভাষা
নূতন জীবন আর
ও পূত পরাণে,
সে অগাধ প্রেম তৃষা
ল'ভেছে কি তৃপ্তি আজ!
বল কোন্ খানে?

গিয়াছে কল্পনা শুধু—
আছে কি ছলনা আজ,
এ ছুটি পরাণে—
সেই কি ভাঙিছে এবে
হিয়ার মরম দেশ,
তীক্ষ্ণ তীব্র টানে ।

বোলপুর ।

প্রিয় সম্বোধনে ।

কি মদিরা ঝরে সখে ! নয়নে তোমার !
হেরিলে পাগল হই,
আমি যেন আমি নই,
ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার !
মুহূর্ত্তেক মাঝে হয়,
অনন্ত জীবন লয়,
নবীন জীবনী জাগে চকিতে আবার ।

ভেবেছিনু মনে মনে,
দেখা হ'লে দুইজনে,
চোখে চোখে রব, বাধা মানিবনা আর।
ব্যর্থ সে কল্পনা লেখা,
যেমন হইল দেখা,
রোধিল শরম আসি মরমের দ্বার।
কি যেন ও চোখে ছিল,
সরবস্ব লুটে নিল,
নারিল সহিতে আঁখি ও আঁখির ভার।
হ'লনাক চেয়ে থাকা,
মিছা কল্পনারে ডাকা,
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার।

হুগলী।

দাঁড়াও।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো বারেক দাঁড়াও !
দাও দেবে বুক চিরে,
না চাও না চাবে ফিরে,
বারেক দাঁড়াও শুধু মোর মাথা খাও।

ব্যর্থ প্রেম ভালবাসা,
তবুও দহিছে আশা,
কি জানিবে কত ব্যথা সহি অবিরল !
স্বর্গের দেবতা তুমি,
কি বিষাক্ত মর্ত্তভূমি,
মানবের বুকে হেথা জ্বলে কি অনল—

কি তুমি বুঝিবে তার,
কাজ নাই বুঝে আর,
শুধু—বারেক দাঁড়ায়ে পূজা করগো গ্রহণ।
ওই তারকার মত,
আমি সখা অবিরত,
এক দিঠে অনিমিখে পূজি ও চরণ।

নীরব সাধনা মোর,
নীরবে জীবন ভোর,
তুমি—বিজলী ঝলকে কেন বাড়াও আঁধার?
ওই নীল নৈশাকাশে,
কত শত তারা ভাসে,
রয়েছে বুকের মাঝে কি ব্যথা কাহার—
লইতে সংবাদ তার,
এত মাথা ব্যথা কার,
কেবা কোথা লয় খোঁজ ক্ষুদ্র বালুকার!
নীরবে ফুটিয়া ফুল,
নীরবে হইবে ধূল,
নীরবে ভাঙিবে বুক সাগর বেলার!
কিছু ক্ষতি নাহি তায়,
শুধু এ মিনতি পায়,—
হৃদয় আকাশে উদি' দিও দরশন।
মোরে কিছু নাহি দিও,
শুধু মোর পূজা নিও—
আসিয়া বসিও তথা দিছি যে আসন!

হুগলি।

কুহেলিকা।

এ বিশ্ব রহস্য কি যে বুঝিতে নারি,—
অনন্ত অনন্ত টান,
প্রতিপলে ভাঙে প্রাণ,
তবুও পরাণ লুটে চরণে তারি।
অমৃত বলিয়া যায়,
চুমুকে শুষিনু হায়,
গরল হইয়া সে যে দহিল হৃদি।
ফুরাল সাধের খেলা,
সে করিল হেলা ফেলা,
কেন এ বিধান করে দারুণ বিধি।
পলকে স্বপন ছুটে,
কল্পনা বাসনা টুটে,
নৈরাশ্য বিষাদ বুকে জাগিছে এসে।
'ভাবিয়া—আপন জন,
যাহাকে সঁপিনু মন,
সেত না চাহিল ফিরে মধুর হেসে।

তবু না ভাঙিল ভুল,
গেলনা যাতনা মূল,
কি যে কুহেলিকা হায় বুঝিতে নারি,—
আমি পদে দিব প্রাণ,
সে করিবে খান খান,
তবুও সাধনা পেতে করুণা তারি।

হুগলী।

যোগিনী।

ডেকনা আমায় চেওনা ফিরাতে
সংসারের হাসি মাখান বুকে,
বিষাদ বেদনা এ হৃদয় ভরা,
বিষাদ লহরী খেলিছে মুখে।
এ হাসির মাঝে, এ বিষাদ ব্যথা,
বল গো ঢালিয়া কি হবে ফল!
পূর্ণ শশধরে, মেঘে আবরিলে,
কে পারে রোধিতে নয়ন জল!

পিক মুখরিত, মধুর গীতিকা,
নিঠুর নিদাঘ রোধয়ে যবে,
পূজে কি তাহারে, প্রকৃতি সুন্দরী—
কুসুম ভুষণা হইয়া ভবে ?

আমি কোন্ সুখে, ফিরিব সংসারে
বিষাদ গীতিতে ব্যথিতে নরে,
এখানে সবাই সুখের সাধক
বিষাদে কেহ কি আদর করে ?

আমি—আপনার ভাবে রহিব মগন,—
মোর সনে কেহ সেধনা বাদ।
আপনি ফুটিব আপনি ঝরিব,
তবেই পূরিবে আমার সাধ।

আমি—ফুলের সুবাস যতনে বহিব,
ঢালিব এ সারা জগত বুকে,
চাঁদিমা ছানিয়া, সুধারাশি দিয়া,
প্রেমের গীতিকা লিখিব সুখে।

সে প্রেম গীতিকা পড়িয়া শুনিয়া,
বিশ্ব প্রেমে হবে পাগল সবে,
চির জীবনের সাধনা আমার
তবেই সজনি পূরণ হবে !

সে প্রেম লহরে ভাসিবে জগত
রহিবে না উচ্চ নীচের ভেদ,
সকলের বুকে ব'বে প্রেম স্রোত,
রচিবে সকলে প্রেমের বেদ ।

সেই প্রেম-বেদ, দরশ পরশে,
পলাইবে স্বার্থ ছলনা দ্বেষ ।
অধ্যয়নে তারা রহিবে না আর
জগতে একটু বেদনা লেশ ।

খুলিবে স্বর্গের সুবর্ণ দুয়ার,
সবার পবিত্র হৃদয় ক্ষেত্রে,
সেই নব যুগ সস্মিত বদনে,
হেরিবে সবাই বিভল নেত্রে !

যথা তারাকুল উজ্জল ভূষণা
শোভিতেছে একি গগনাসনে,—
একেরি তনয় তনয়া ভাবিয়া
তেমনি যেদিন মানবগণে,—

একতা মালিকা করিয়া ধারণ,
গাহিয়া বিভুর প্রেমের গান,—
একের জন্মেতে অন্যে হাসি দিবে,
নিজ স্বার্থ বলি খুলিয়া প্রাণ,

চির জীবনের সাধনা আমার
তখনি সজনি পূরণ হবে।
এ নীতি সাধিতে করি প্রাণপণ
আমিগো যোগিনী হ'য়েছি ভবে !

কে আছ কোথায় সোদরা সোদর,
আমার মিনতি বারেক শোন !
এইব্রতে আসি, দিসে যোগদান,
ডাকিছে তোদের যোগিনী বোন !

শ্যামবাজার—বদনগঞ্জ।

অতিথি।

তুমি গো অতিথি! আমাদের ঘরে,—
কেন এসেছিলে ক্ষণেকের তরে?
এলে যদি কেন চকিতে পলালে?
কেন বা অপার অমিয়া ছড়ালে!

গেলে যদি যাও—রেখে গেলে কেন,—
আমাদের বুকে স্মৃতিটুকু হেন?
এযে গো বাড়ায় যাতনা অপার!
বিজলী যেমন বাড়ায় আঁধার।

নর-বুকে যথা মলয় পবন,—
অতীত গৌরব করায় স্মরণ—
স্মৃতি তব ছবি তেমনি ফুটায়—
এত ব্যবধান তবু কেন হায়!

ঘুরিছে—অস্থায়ী না ছিঁড়িয়া তান ?
যদি জান বল এ কোন্ বিধান্ ?
কুসুম গিয়াছে, কেন গো সৌরভ
ছড়ায় মিছাই—অতীত গৌরব ?

বোলপুর।

শিশু।

বিধাতার প্রেম আশীর্ব্বাদ
স্বরগের করুণা মমতা,
গোলোকের ভালবাসা,
মরতের সাধ আশা,
হতাশের প্রেম আকুলতা,

বাঁশরীর মধুমাখা স্বর,
সঙ্গীতের মাতানীয়া তান,
বেদের প্রণব খানি,
চাঁদের আলোক মানি,
সাধকের আত্মহারা প্রাণ,

ঋতুমাঝে বসন্ত মোহন,
বরষার মৃদুমন্দ ধারা,
সিন্ধুর মুকুতা মণি,
সুখ সোহাগের খণি,
সাধে নর এত আত্মহারা !

প্রেমেতে মিলন সম শিশু,
বিরহীর নয়নের জল,—
নন্দনের সুধা-ধারা,
কবির কল্পনা পারা,
সরসে সরোজ নিরমল ;

শোকের সান্ত্বনা ধারাশিশু
সংসারের অচ্ছেদ্য বন্ধন,
নিতি হেরি মুখে তার,
ত্রিজগত একাকার,
স্বর্গ মর্ত্তে দৃঢ় আকর্ষণ।

হুগলী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার

আবাহন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
আজ বঙ্গে ঘরে ঘরে
প্রাণের সোহাগভরে,
ভগিনীরা করিতেছে ভ্রাতৃ আবাহন।
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাই,
আজ কেহ দূরে নাই,
ভ্রাতা ভগিনীর আজ শুভ সম্মিলন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
বঙ্গ অবলার বুকে,
আজ ভাই শতমুখে,
ভ্রাতার কল্যাণ ছুটে মরি কি মোহন !
বরষের ভ্রাতৃপ্রীতি,
নিরমল স্নেহ স্মৃতি,
মথিত করিছে আজ ভগিনীর মন।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
বোনে দিতে মহানন্দ,
অফিস কাছারি বন্ধ,
ভ্রাতার ভগিনী আজ সুখে নিমগন !
একটি বরষ পরে
প্রাণাধিক সহোদরে
ভগিনী আশীষ ঢালে খুলি প্রাণ মন ।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
একটি বরষ ধরি,
ভ্রাতার কল্যাণ মরি,
সাধিয়াছে ভগিনীরা করিয়া যতন ;
তাহে স্নান করাইয়া,
পুষ্প মাল্য পরাইয়া,
ভ্রাতৃ অমরত্ব যাচে ভগিনী-জীবন !

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
ল'য়ে দুর্ব্বাশীষ ধান,
স্নেহাশীষ দিব দান,

উথলিবে হৃদি মোর হেরি ও বদন ;
আয় তোরে বুকে নিয়ে,
চাঁদ মুখে চুম দিয়ে,
তোমারে শিবত্ব দিব ছানিয়া ভুবন ।

আয় পাঁচু হৃদয় রতন !
সবে দিয়া ভাই ফোঁটা,
এড়ায় যমের খোঁটা,
আমিই কি শুধু ভাই করিব দর্শন ?
প্রীতির চন্দন দিয়া,
আয় ফোঁটা পরাইয়া ;
"যমের দুয়ারে কাঁটা" করি রে অর্পণ ।

আয় পাঁচু হৃদয়-রতন !
কি দিব মিষ্টান্ন আর,
স্নেহ প্রেম উপহার,
লহরে দিদির তোর করিয়া যতন ।
'শুভ ভাই দ্বিতীয়ায়,
"ভাই ফোঁটা" নিবি আয়,
বড়দিদি করে তোর শুভ আবাহন ।

এস যার আসিবারে মন,
যার ঘরে বোন নাই,
হও সে আমার ভাই,
আমি দিব "ভাই ফোঁটা" করিয়া যতন।
একতা চন্দন দিয়া,
"ভাই ফোঁটা" পরাইয়া,
ভাসাইব প্রীতি নদে সবার জীবন।

বোলপুর।

ফুল ও সমীরণ।



ফুল। তুমি গো আসিবে ব'লে,—
নিতুই সাঁঝের বেলা,
সখীসনে করি খেলা,
তুমি না চাহিয়া যাও আনমনে চ'লে।

তোমারি প্রীতির লাগি,
আমি সারা নিশি জাগি,
তুমি ত না লও খোঁজ চিরদাসী ব'লে;
মুক্ত বাতায়ন দিয়া,
তুষিতে প্রণয়ী হিয়া,
তুমি যে চলিয়া যাও অভাগীরে দ'লে।

তুমি——নাহি বুঝ ভালবাসা,
প্রেম ল'য়ে সকাতরে,
যে থাকে তোমার তরে;
তোমার ঘটেনা যেগো তার পাশে আসা।
মানবের সুপ্তমুখে,
খেলিবারে যাও সুখে,
মিটে কি আমার তাহে প্রণয় পিয়াসা?
তুমি ত ভুলিয়া মোরে,
বেড়াইছ বিশ্ব ভ'রে,
মোর বুকে তবে কেন মিছে প্রেম-আশা?

তুমি খেল মন সুখে,—
আমি যে পাগল মেয়ে,
আছি তব মুখ চেয়ে,
কত প্রেম কত আর্ত্তি ছুটিতেছে বুকে !
সুদীর্ঘ রজনী মোর,
তোমারি বিরহে ভোর,
অনন্ত নিরাশা আশা ছুটে শত মুখে !
সুবাস সঙ্গিনী সহ,
ডাকি তোমা অহরহ,
না পেয়ে তোমার স্নেহ আমি মরি দুখে !

সমীরণ। সে কি কথা প্রাণময়ি !
ভাল বাস তুমি মোরে,
আমি কি বাসিনা তোরে,
এধারণা শোভে তোরে বরাননে অয়ি ?
তা নয় তা নয় পিয়া,
তোরি প্রেমে গড়া হিয়া,
ফুলে সমীরণে প্রেম দেখ বিশ্বজয়ী।

করিনা পরশ তোরে,
থাকি এক পাশে স'রে,
তা'ব'লে কি আমি তব নহি মনোময়ি

তুমি আছ হৃদি ভোরে,—
তবে ইহা সত্য মানি,
সভ্যতা কি নাহি জানি,
নরসম লুটাইতে নারী—পদোপরে—
সখিলো শিখিনি তাই,
তা ব'লে কি প্রেম নাই,
নরের প্রণয় সখি দু্দিনের তরে।
দু্দিন দেখায় তারা,
কত প্রেমে মাতোয়ারা,
বাসনা হইলে পূর্ণ নিজ মূর্ত্তি ধরে।

তুমি কি জাননা হায়!
নরের প্রণয় প্রীতি
শুধু কল্পনার গীতি,
তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম শুধু বক্তৃতায়!

আমি ত মানুষ নই,
নানা কাজে ব্যস্ত রই,
আমার পরাণ ঢালা জগতের গায়।
আমারে স'পেছি পরে,
সদা খাটি পর তরে,
আপন বলিয়া স্নেহ ঢালি যে সবায়।

আমি ত মানুষ নই,
দেহ ল'য়ে টানাটানি.—
সে প্রণয় নাহি জানি,
মরমের তলে আমি শুধু ডুবে রই।
বেশী কি বলিব শুন,
কল্লান্ত "স্থায়িনঃ গুণ,"
সেই মধুরতা তোর আমি লুটে লই।
তবে কেন হা হুতাশ;
কেন মিছা দীর্ঘশ্বাস,
বুঝে দেখ মোর প্রেম শুধু বিশ্বজয়ী।

মাগুরা—যশোহর।

পাগলের উচ্ছ্বাস।

কে গো তুমি মরমে আমার ?
সিন্ধু-বক্ষ স্রোতমত,
আস যাও অবিরত,
মোরতরে আনবল কিবা সমাচার ?
করেছি বাসনা ওগো আমি শত বার—
হইব পাষাণী পারা,
ঢালিব না আঁখিধারা,
ডুবাব বিস্মৃতি জলে মূরতি তোমার !

হায় তাহা হয়কি কখন !
পূজিয়াছি যারে দিয়া,
আমার সমগ্র হিয়া,
তারেকি ভুলিতে আর পারে কভু মন !
না না পারিবনা আমি দিতে বিসর্জ্জন।
ইষ্টদেবতার পায়,
যে জন ডুবেছে হায়;
ভুলে কি সে ইষ্টদেবে থাকিতে জীবন ?

এ যে মহা পবিত্র রতন,
সুধাময় ভালবাসা,
প্রাণের সাধনা আশা,
তারি বলে পায় নর দেব দরশন !
স্বার্থপরতায় জ্বলে নরক ভীষণ ।
আমি যে আপনাভুলে,
দিছি প্রাণ পদ মূলে,
ও চরণ পূজা শুধু আমার সাধন ।

পূতপ্রেম ইথে উথলায় !
ও পূত চরণ ছায়,
পাপ তাপ দূরে যায়,
হৃদয় ভরিয়া উঠে স্বর্গীয় ছটায় !
বেদের মহিমা উঠে জাগিয়া হিয়ায় ।
কি আনন্দে চিত ভোর,
ছিঁড়ে ক্ষুদ্রতার ডোর,
সাধে কি আপনা দিছি আমি ওই পায় !

১২১]

চ'লে যাবে কত শত দিন,—
নিতি পূজে ভালবাসা,
তবু না মিটিবে আশা,
অনন্ত বাসনা কত প্রাণে হবে লীন।
তবু সেই ভালবাসা হবে না মলিন!
শুধু এই স্মৃতিটুক,
লইয়া বাঁধিব বুক,
জ্বলিবে হৃদয়ে ওই জ্যোতি নিশি দিন।

ভালবাসা কে ভুলে কখন,
যে পারে ভুলিতে তায়,
তার সম কেবা হায়,
নিঠুর হৃদয় হীন আছে গো এমন!
আমার সুখের সাধ ও স্মৃতি স্মরণ।
একটি কাহিনী ল'য়ে,
শতবর্ষ যাবে ব'য়ে,
সেই স্মৃতি দিবে মোরে নবীন জীবন।

বিশ্ব প্রেমে ডুবিব তখন,
খুলিয়া এ ক্ষুদ্র প্রাণ,
গাহিব প্রেমের গান,
দেখাব প্রেমের ছবি মধুর কেমন !
এই রুদ্ধ মরমের কাহিনী তখন,—
মধুর মধুর বেশে,
দাঁড়াইবে কাছে এসে,
দেখাইবে ত্রিজগতে মোহন স্বপন ।

বালেশ্বর

ঘুমঘোর ।

সেকি ঘুম-ঘোর ?
সাধের সে ফুল-মালা,
পরাণে পরাণ ঢালা,
আজো যে কাহিনী লেখা মরমেতে মোর

সেকি ঘুম-ঘোর ?
উজ্জল উজল পারা,
আকাশে হীরার তারা ;—
যবে গণিতাম তুঁহে সুখে হ'য়ে ভোর !—

সেকি ঘুম-ঘোর ?
ফুটন্ত গোলাপ গুলি,
বাতাসে পড়িত ঢুলি,
নাচিয়া নাচিয়া সেই কম—কায়ে তোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
তোরে ফুল ভূষা দিয়া,
ফুলরাণী সাজাইয়া,
পলক বিহীন চোখে চেয়ে থাকা মোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
তোর ওই মুখ চেয়ে,
অমৃতে যাইত ছেয়ে,
যে দিন এ ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র হৃদি মোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
স্তব্ধ আঁখি পথ দিয়া,
প্রাণ যেত বাহিরিয়া,
পড়িত আবেগে লুটে ওচরণে তোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
হৃত প্রাণে ভর করি,
অমিয়া লইত হরি,
প্রাণের উচ্ছ্বাসে যবে নয়ন চকোর !

সেকি ঘুম-ঘোর ?
যদি তাহা ঘুম-ঘোর,
থাক্ সে কুহেলি মোর,
ঘুম-ঘোর বিনা তবে কিবা আছে মোর !

যদি ঘুম-ঘোর,
এই ঘোরে ডুবে রয়ে,
পলকে যাইবে ব'য়ে,
এমনি—এমনি—সখি শত জন্ম মোর।
থাক ঘুম-ঘোর !

বোলপুর।

তুমি।

তুমি বুঝি ভেবেছ এখন,
প্রেম পুণ্য প্রীতি আঁকা,
মন্দার মাধুরী মাখা,
সেই যে অমৃতময় তোমার বদন,
হইয়াছি চিরতরে আমি বিস্মরণ !

সে মুখ কি ভুলিবার হায় !
কোন্ মূর্খ হেন অন্ধ,
লভিবে পরমানন্দ,—
অমূল্য পরশমণি দলিয়া হেলায় !
কেমনে ভুলিব তোমা ভোলা নাকি যায় !

আঁখি মাঝে ওই রূপরাশি,—
নীরব প্রহরী মত,—
জাগিতেছে অবিরত,
ও অমৃত গন্ধ আসে মলয়ায় ভাসি।
জ্যোছনা তোমারি কথা নিতি কহে আসি।

প্রকৃতির মধুমাখা বাঁশী,
আসিয়া কাণের মাঝে,
ওই নাম ল'য়ে বাজে,
বাঁধে এ পরাণ দিয়া কি অজানা ফাঁসী !
সাধে কি উধাও প্রাণ এতই উদাসী !

রও তুমি দূর নিরালায়,—
বিরহের গলা ধ'রে,
অসীম সোহাগভরে,
মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।
শত বা সহস্র দূর কিবা আসে যায় !

এই ত মিলন মধুময় ,—
নাহি ইথে হা হুতাশ,
প্রাণ ভাঙা দীর্ঘশ্বাস,
নাহিক কামনা গন্ধ আবিলতাময়।
দেবত্ব মাধুরী নিতি এ মিলনে বয়।

নাহি চাই ধরার মিলন,—
আমি চাহি হেনরূপে,
হৃদি মাঝে চুপে চুপে,
তোমাতে ডুবিয়া যাবে এ তুচ্ছ জীবন।
হৃদয়ে এমনি তুমি দিবে দরশন।

আমি চাহি এমনি মিলন,—
হবেনা চোখের দেখা,
মরমে মরমে লেখা,
লক্ষ যোজনেতে রবি নলিনী যেমন।
তাতেই অমৃতানন্দে মাতিবে জীবন।

তুমি শুধু জাগিবে হিয়ায়,
যেন কভু ভাল বেসে,
দাঁড়ায়োনা কাছে এসে,
ভাল বাসিবারে শুধু দিওগো আমায়,—
মানসেতে পুষ্পাঞ্জলি আমি দিব পায়।

তুমি কাছে হেরিলে আমায়,—
সুধায়োনা স্নেহ বোলে,
যেও কম পায় দ'লে,
করোনা বেণেনী মোরে প্রেম ব্যবসায়।
(তুমি শুধু) প্রেমের দেবতা হ'য়ে বোস এহিয়ায়।

বোলপুর

আকুল আহ্বান।

তুমি কোথায় এখন,—
লইয়া তৃষিত আঁখি,
আমি পথ চেয়ে থাকি,
চেয়ে থাকে সূর্য্যমুখী রবিরে যেমন
ডেকে ডেকে হই সারা
তবুও না পাই সাড়া,
কেমনে নিঠুর বল হইলে এমন!

নিতি যে তখন হায়,
না ডাকিতে একবার,
দেখা দিতে শতবার,
আজ এত অপরাধ কি ক'রেছি পায়!
তত স্নেহ ভুলে কেন,
নিঠুর হইলে হেন,
এ দারুণ নিঠুরতা সাজে কি তোমায়!

জাগিছ গো হিয়া মাঝ,
তোমারি মূরতি দিয়া,
পরিপূর্ণ মোর হিয়া,
তবে গো নয়ন ধারা কেন ঝরে আজ!
হেথাকার পূত ছবি,
রাঙা শশী কচি রবি,
যে উষা এখানে হাসে পরি নব সাজ—

তারা নিতুই তোমায়—
ঢালিয়া সোণালীছটা,
বাড়ায় সুষমা ঘটা,
কোমল পরশে তারা তোমারে জাগায়।

এই বায়ু স্নেহ ভরে,
যায় গো তোমার ঘরে,
মৃদুল বীজন করি তোমারে জুড়ায় ।

তবে কেন এতদূর,—
কেন নাহি ফিরে চাও,
ডাকিলে না সাড়াদাও,
অথবা পশেনা তথা মোর কণ্ঠস্বর ।
কিম্বা তুমি দেব পারা,
আমি নর আত্মহারা,
টলেনা নরের ডাকে দেবহৃদিপুর !

যদি তোমারে এখন,—
বারেক ডাকিতে আর,
নাহি মোর অধিকার,
কোন্ মন্ত্র জপি তবে বহিব জীবন ?
ও নাম "প্রণব" মোর,
আমি তব ধ্যানে ভোর,
তুমি যেগো ইষ্টদেব মানস মোহন ।

কে বলিল দেবতায়—
নরের ডাকিতে নাই,
তাও কি গো হয় ছাই,
দেবতার নাম জপি নর সিদ্ধি পায়।
তবে কেন ডাকিবনা,
কেন মুখ স্মরিবনা,
কেন পদ ভাসাবনা নয়ন ধারায়!

এই বুঝে মোর মন,—
দেবহৃদি দয়া ভরা,
না ডাকিতে দেয় ধরা,
তাইত তোমারে আমি ডাকি অনুক্ষণ।
পার্থিব বাসনা নাই,
প্রেম সিদ্ধ হ'তে চাই,
ও চরণে মিশাইতে চাহি এজীবন।

তাই নিতি করি আবাহন,—
বেশী নয়—একবার
দিবেকি দর্শন আর,
প্রীতির কুসুমে আমি করিব পূজন।

বারেক দেখিতে চাই,
দেখিব কি বল তাই,
বড় সাধ সিদ্ধ হব হেরি ও চরণ।

পাহাড়া।

আমার দেবতা।

আমার দেবতা,—
নির্ম্মল শারদরাকা,
শান্তি প্রীতিবুকে মাখা,
নাহি সে রাকার মাঝে কলঙ্কের হার!
স্বর্গীয় অমৃত দিয়া,
পূর্ণ সে পবিত্র হিয়া,
বাতাস সুরভি ঢালা পরশনে তার,
বদনে উছলে নিতি করুণা মমতা।

আমার দেবতা,—
যে তাঁরে বারেক দেখে,
স্নেহ প্রীতি দেয় ডেকে,
সে তাঁরে করিতে চায় বড় আপনার ।
তাঁর সে চরণ তলে,
বসিলে পরাণ গলে,
না জানি এধন মোর কত তপস্যার !
কি আর বলিব সখি ! মরমের কথা ।

অমার দেবতা,—
খুঁজি' বিশ্বে আগাগোড়া,
মিলেনি সে দেব—জোড়া,
জীবন্ত করুণা তিনি স্বর্গ দেবতার ।
অপরে পায়নি যাহা,
আমিই পেয়েছি তাহা,
তোমরা মানুষ ভাব কি ক্ষতি আমার !
আমি ত দেখেছি তায় দেবঅমরতা !

আমার দেবতা,—
কত স্নেহে ঢল ঢল,
তোরা কি জানিবি বল,
কি জানিবি কেন আমি এত আত্মহারা।
যত সে বদন চাই,
তত নূতনত্ব পাই,
দেখিতে দেখিতে আমি হ'য়ে যাই সারা।
ভাবি এ দুর্লভ ধন রাখিব গো কোথা।

আমার দেবতা,—
না জানে শঠতাছল,
তাঁর কার্য্য অবিরল,
মুক্ত করে স্নেহ ঢালা ধরণীর গায়।
পরশিলে তাঁর বায়,
হৃদয় জুড়ায়ে যায়,
শান্তি পারাবার তিনি মোর এ ধরায়!
আমার দেবতা সখি দেবের মমতা!

আমার দেবতা,—
লইয়া বিভল হিয়া,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া,
দেখিয়াছি কতদিন বহিতে গঙ্গায়—
কিন্তু গো এমন ধরা,
দেখিনি পাগল করা,
পরাণ জুড়ান ছবি পূণ্য প্রতিভায়।
দেখিনি এমন তাহে দেব পবিত্রতা !

আমার দেবতা,—
দেখেছি বসন্ত কালে,
গোলাপ দুলিতে ডালে,
কতটুকু হাসি তাহে, কত মূল্য তার ?
যাকিছু সুন্দর আছে,
তাহাই—আসিয়া কাছে—
লুটিছে চরণ তলে মোর দেবতার !
সাধে কি এ পরাণের এত উন্মত্ততা !

আমার দেবতা,—
কবিত্ব কল্পনা খনি,
মৃত প্রাণে সঞ্জীবনী,
তাঁর পদ ধূলে জাগে জীবনী আমার।
আমার দেবতা সব,
তিনি বিনা আমি শব,
আমার দেবতা তিনি প্রীতি প্রতিমার!
তাঁরি ছায়ে ভুলিয়াছি নিজ নশ্বরতা!

আমার দেবতা,—
শিখেছি তাঁহার ঠাঁই,
প্রেমের মরণ নাই,
উঠুক মরণ বায়ু ক'রে হুহুঙ্কার।
তবু এ প্রণয় মম,
রহিবে উজ্জ্বলতম
স্বরগ মরত তাহে হবে একাকার
সেবিব ও পদ রমা হরি সেবে যেথা।

আমার দেবতা,—
বেশী কিছু নাহি সাধ,
এই কর আশীর্ব্বাদ,
তব অনুরাগে যেন রহি নিতি ভোর।
চাহিনা স্বর্গীয় দেবে,
কিফল তাদের সেবে,
চাহেনা জড়ের শান্তি এ পরাণ মোর।
তারাত জানেনা কভু হেসে দিতে কথা।

আমার দেবতা,—
কোটি কোটি তপস্থার,—
তুমি গো দেবতা যার,
কোন লাজে অন্য দেবে সে চাহিবে আর।
মা বাপ যে দেব-করে,
অরপিলা সমাদরে,
সাধিতে সাধনা তাঁরি বাসনা অমার।
আমি চাই—ও চরণে পেতে তন্ময়তা।

আমার দেবতা,—
আমি ওই পূতপায়,—
যা দেখেছি তাকি যায়,—
বর্ণিতে ভাষায় কিবা কল্পনা ছটায়।
চেয়ে থাকি চুপে চুপে,
ডুবি বিশ্ব ব্যপী রূপে,
পরে কি জানিবে প্রাণ কেন যে ভলায়!
বেশী কি বলিব আর প্রাণের দেবতা।

বোলপুর

সুখী।

কে বলিল মোর বুক ভরা কালিমায়!
ওমুরতি বুকে যার,
ভবে কি ভাবনা তার,
কি দুখ তাহার যে ও চরণে লুটায়!

ফুলের শুধুই সুখ ফুটিয়া ধরায় !
তেমনি গো ও চরণে,
আত্ম ঢালি কায়মনে,
অমৃত লহরী ছুটে মোর এ হিয়ায় !

ভেবনা আমার তরে—কি দুখ আমার !
ও প্রেম অমৃত ময়,
ভরিয়াছে এ হৃদয়,
মরমে বহে না স্রোত তীব্র আকাঙ্ক্ষার ।

তবে বল, ওগো সখা, কিদুখ আমার !
তুমি প্রাণারাম ইষ্ট,
উপদেষ্টা উপদিষ্ট,
ইহ লোক পর লোকে তুমি শুধুসার !

দেবতা সে বহু দূরে দেখা নাহি যায়—
দেবতাসে বিশ্বস্বামী,—
অনন্ত সে—সান্ত আমি,
তাই গো ধরিতে আমি পারিনা তাহায় !
উছলে দেবত্ব তব বরাঙ্গ ছটায় !

আমার এ শান্তালয়ে,
আস তুমি শান্ত হ'য়ে,
সাধেকি ও পূত পদে পরাণ লুটায় !

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" তুমি চিতে মোর,
যখন যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
তোমারি ধেয়ানে সদা এ হৃদয় ভোর ।

অভাব অতৃপ্ত ক্ষোভ কিছু নাহি আর,—
ও মুখে নয়ন রাখি,
আমি যবে চেয়ে থাকি,
বুঝি যবে তাহে প্রীতি উথলে তোমার—

তখন এ ভবে আমি নাহি থাকি আর ।
আপনারে দেখি পূর্ণ,
অভাব আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ,
তখনি দেখিতে পাই জ্যোতি অমরার ।

বল তবে মোর চেয়ে কে সুখী আবার ?
তুমি ইষ্ট দেব মোর,
ও চরণে হ'য়ে ভোর,
ফেলিব ছিঁড়িয়া স্বার্থ এ তুচ্ছ ধরার।
দেবতা ভাবিয়া শুধু পূজিব চরণ।
চাহিবনা ভাল বাসা,
রাখিবনা সাধ আশা,
হেরি ও চরণ হবে কৃতার্থ জীবন।

স্বর্গীয় জ্যোতিতে পূর্ণ হৃদয় আমার।
সুখে পূর্ণ হিয়াধাম,
নিত্য নব প্রাণারাম,
দুখিনী বলিয়া মোরে ভেবনাগো আর।

ভেবনা যন্ত্রণাময় আমার জীবন।
তবে যে নয়ন জল,
ঝরিতেছে অবিরল,
যাতনার তীব্র শিখা নহে সে কখন।

ও পূত প্রেমেতে গেছে গলিয়া হৃদয়,—
প্রেম-রসে গলাহিয়া,
ঝরিতেছে আঁখি দিয়া,
দেখাতে এ ক্ষুদ্র প্রাণ কি অমৃতময়।

এরে যদি দুখ বল সুখ কোথা আর!
এই যদি সত্য দুখ,
এ ছাড়া যে তুচ্ছ সুখ,
ভ্রমেও চাহেনা তারে পরাণ আমার।

এই মোর সত্য সুখ জীবন আরাম।
গাহি এ সুখের গান,
নিত্য পাব নব প্রাণ,
উথলিবে নিতি তাহে এ হৃদয় ধাম।

বালেশ্বর

যোগ সাধনা।



কেতুমি কেনগো হেন আমার কাছে ?
আমিত জীবনে মরা,
মরমে অনল ভরা,
সরে যাও কম—কায় ঝলসে পাছে !
যে দেখে আমারে হায়,
সেই দূরে স'রে যায়,
কাঙালে করিতে দয়া হেথা আছে ?

কত দয়া কত স্নেহ জগতে ভাসে।
আমারি নয়ন ধার,
পশেনা মরমে কার,
এ আঁখি কেহই নাহি মুছাতে আসে।
দয়া স্নেহ হেথাকার,
চাঁদার খাতায় সার,
ব্যথিতে এখানে কেহ ভাল না বাসে।

দগধ হৃদয় মোর স্নেহের আশে,
দাঁড়ালে সংসার ঠাঁই,
সে যে বলে দূর ছাই,
হৃদয় ভাঙিয়া দেয় ভ্রূকুটি হাসে।
জগত গুরুর দেশ,
শুধু দেয় উপদেশ,
বুঝেনা মরমে কার কি ব্যথা ভাসে।

তাই,—শতদূরে অশ্রুজলে ঘর বেঁধেছি,
দীর্ঘশ্বাস সখীসনে,
প'ড়ে আছি এ নি'র্জনে,
সংসার নিঠুর বড় আজ বুঝেছি।
আর সংসারের গান,
শুনিতে না চাহে প্রাণ,
অনন্ত আরাম গেহ হেথা পেয়েছি।

সাধিব জীবন-ব্রত এখানে নিতি;
ভাঙিয়াছে ভাঙা প্রাণ,
সংসারেতে নাহি টান,

তা' ব'লে কি পোড়া প্রাণে ব'বে না প্রীতি !
সাধিয়া তপস্যাযোগ,
ভুলিব এ কর্ম্মভোগ,
গাহিবে পরাণ তাহে আরাম গীতি ।

কে তুমি এ যোগ ব্রত ভাঙিতে এলে,—
সঞ্জীবনী সুধা ঢালি,
তুমি এ বুকের কালি,—
ধোবেকি—অথবা যাবে চরণে ঠেলে !
শতচূর্ণ এ হৃদয়,
তাই পদে পদে ভয়,
কি জানি তুমিও পাছে যাও গো ফেলে ।

এত যে যাতনা, ভুলি ও মুখ চেয়ে ।
ওযেগো স্বর্গীয় সুখ,
স্মরণেতে হরে দুখ,
দরশে অমৃত বহে মরম ছেয়ে ।
ও চরণে নিশিদিন,
তাই চাহি হ'তে লীন,
তাই এই যোগ সাধি—পাগল মেয়ে ।

ভেঙনা এ যোগ মোর ধরি চরণে।
রেখে দাও তত্ত্ব কথা,
থাক এ বুকের ব্যথা,
তুমি কি বুঝিবে ইথে কি সুখ মনে
এই যোগে ডুবে রব,
পাইব জীবন নব,
উছলি উঠিবে প্রাণ ওই স্মরণে।

তটিনী তীরে।

নীরবে দাঁড়ায়েছিনু তটিনী তীরে,
ভাঙা চাঁদ তলে তলে,
ডুবিছে নদীর জলে,
অজানা বেদনা কত ভুলিতে ধীরে
আমারি মরম কথা,
বুক ভরা আকুলতা,
বলিতে নারিনু তার চরণে ফিরে,

সে গেছে পরাণ মোর দলিত ক'রে।
তবু সে পবিত্র রূপে,
মোর ডুবা চুপে চুপে,
ঢালি অশ্রু হীন অশ্রু সে পদোপরে।
কি বলিব প্রাণময়,
তবু তৃষা শেষ নয়,
অতৃপ্ত বাসনা কত মরম-ঘরে।

কত সাধনার যেন সে পদ দলা,—
সে মোরে দলিছে নিতি,
তবু কেন তারি গীতি,
তবু কেন তার রূপে বিশ্ব উজলা!
তবু কি আশার ভরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কিযে সে অস্ফুট ব্যথা যায়না বলা!

তবু বুকে কেন উঠে প্রেম কাকলী!
থাক সে সকল কথা,
কাজ কি দেখায়ে ব্যথা,

নীরবে তাহারে পূজা দিব কেবলি।
ওই চাঁদ ডুবে যায়,
আমিও ডুবিনু তায়,
তিতুক নয়ন নীরে মোর আঁচোলি।

বালেশ্বর।

বল বল।

বল বল ওগো সখা!
কিবা দিব উপহার!
প্রেমফুলে গাঁথি হার, দিতে চাহি প্রাণাধার,
লবে কি বলগো ভাই
সে দিনত নাহি আর!

সে মধু দিনেতে সখা!
বারেক হইলে দেখা,
মরমে বহিত কত, প্রেমোচ্ছ্বাস শত শত,
হ'ত তা অঙ্কিত বুকে—
পাষাণে যেমন রেখা।

আজিও সে রেখা সখে
র'য়েছে হৃদয় মাঝে,
সে গান থেমেছে বটে, কিন্তু গো মরম-তটে,
পরিত্যক্ত সুরটুকু—
এখনো—এখনো বাজে।

হৃদয় নিকুঞ্জ মাঝে—
এখনো দ'য়েল গণ,—
মধুর ঝঙ্কার তুলি, অস্ফুট বাসনা গুলি,
করিতেছে সঞ্জীবিত
আনি প্রেম জাগরণ !

সে সুখের স্বপ্ন আজ
চ'লে গেছে কোন্ খানে,—
তবু সে স্মৃতির রেশ, মথিছে হৃদয় দেশ,
জাগাইছে অনন্তের
কি মধু কাহিনী প্রাণে !

আজিও স্মরিলে মুখ
উথলে জীবন মন,

যদি,—দেবতা নিঠুর হেন, সাধক পাগল কেন,
উপাস্য দেবতা যদি
দলিল গো প্রেমাসন—

আত্মহারা হ'য়ে তবে
কেন আশা পথ চাই ?
বল বল মাথা খাও, এ রহস্য ভেঙে দাও,
হবেকি প্রেমের মৃত্যু !
অথবা মরণ নাই !

হুগলী।

বিরহে প্রেম।

কেন এত ডাকাডাকি কিসের কারণ ?
কি চাহ বলগো সখা ! প্রেমের মিলন ?
এ যে বাতুলের গীতি,
এ নহে প্রেমের রীতি,

প্রেমে হায় প্রীতি কোথা ? শুধুই রোদন !
পরাণে পরাণ ঢালা,
তবু ব্যথা—তবু জ্বালা,
নয়নে নয়ন তবু শতেক যোজন ।
প্রেমেতে অতৃপ্তি গেলে,
প্রেম যায় পায়ে ঠেলে,
অতৃপ্ত পিয়াসা শুধু প্রেমের মিলন ।
তৃপ্তি সে চপলা প্রায়,
পলকে ফুরায়ে যায়,
প্রেমের অতৃপ্তি সে যে নিতুই নূতন ।
তৃপ্তির সাগরে হায়,
যে জন ডুবিতে চায়,
মুর্খ সে—অপ্রেম শুধু করে আবাহন !
প্রীতির তুফানে শেষে,
নূতনত্ব যায় ভেসে,
অনন্ত আঁধারে হয় জীবন মগন ।
পূজিবে পরাণ পূরে,
চেয়ে রবে দূরে দূরে,

আঁখি জলে মর্ম্মে তার ধোয়াবে চরণ।
বড় ভাল বাস যারে,
আপনা মিশাও তারে,—
তবুত হবেনা প্রীতি যাবেনা বেদন।
যদি প্রেমে চাও সুখ,
কাঁদিয়া ভিজাও বুক,
বিরহ বিহীন প্রেম প্রেম নহে হায়!
কি দুখ বিরহ বাণে,
সে যে সুধা ঢালে প্রাণে,
প্রেমের মাধুর্য্য বাড়ে বিরহ ছটায়।

হুগলী।

ভিক্ষা।

লহ লহ ফিরে স্নেহ ভালবাসা,
ভিখারীর অত ছিলনাক আশা!
ওগো সখা আমি ভেবেছিনু মনে-
আনিব তোমার ও পূত চরণে—

মরমের প্রেম প্রীতি ভালবাসা,—
তুমি শুধু দিবে সুদীর্ঘ নিরাশা।
আমি পদ ধোব দিয়া আঁখিজল,
ভেবেছিনু দিবে উপেখা কেবল!
কিন্তু সখা একি করিলে প্রদান!
কেমনে সহিব এ অনন্ত টান?
ভিখারীরে কেন এ হেন রতন?
কোথা সে কল্পনা সকলি স্বপন!
কোথায় অজানা আতঙ্ক অকূল,—
ভিখারীরে কেন সাম্রাজ্য অতুল!
ত্যজি শুষ্ক সষ্প অরণ্য মহান্,—
ভিখারীর কেন পুষ্পিত বিতান্!
একেত ম'রেছি অনন্ত মরণ,
তারোপরে আর কেনগো এমন!
বিতরিছ সুধা ভরিয়া আধার?
ক্ষুদ্র প্রাণে কত সহিব আমার!
লহ লহ ফিরে তব ও রতন,
শুধু মোর পূজা করগো গ্রহণ!

চাহিনা তোমার আদর যতন,
সাধকের প্রিয় কেবল চরণ।
দয়া ক'রে দেব শুধু পদে স্থান,—
এক বিন্দু মোরে করিও প্রদান!

হুগলী।

সাধের সমাধি।

এ সমাধি চির সাধনা আমার,—
হইবে সুষুপ্তি স্মৃতিতে তোমার!
তোমার চরণে আমিত্ব আমার,—
চিরতরে সখা হবে একাকার।
সমীরে কুসুম-সুরভি যেমন,—
করে গো নীরবে আত্ম অরপণ—
আমার মরমে সদা সাধ যায়,—
তেমনি তোমাতে মিশাব আমায়।
তোমারি প্রেমের দেখিব স্বপন,—
ও বুকে হেরিব স্বরগ ভুবন।

তোমাতে লভিব অনন্ত মরণ,—
তোমাতে জাগিবে নবীন জীবন।
তোমাবিনা কিছু রহিবে না আর,—
এ বড় সাধের সমাধি আমার।

হুগলী।

জীবনতরী।

আজি এ স্রোতের মাঝে
ছেড়ে দিয়া হাল,
ভাসানু জীবনতরি
সকাল্ সকাল্।
কে জানে কোথায় যাবে,
কোথা গিয়া কূল পাবে,
কোথায় মিটিবে তৃষা—
ঘুচিবে জঞ্জাল!

ওই কারা সুবাতাসে
যায় তর্ তর্,
মোর জীর্ণ তরি শুধু
কাঁপে থর থর্!
ক্ষীণ দীপালোক মত,
বায়ু ভরে হ'য়ে নত,
বিশ্বের প্রলয় যেন
হেরে উগ্রতর।

পারি না চিনিতে যে গো
বল মাথা খাও,
কে তুমি এ ভগ্ন তরি
ফিরাইতে চাও?
দেবতার মত এসে,
উজল পবিত্র বেশে,
কম্পিত জীবন আর
কেন বা কাঁপাও।

ডুবে যদি ক্ষুদ্র তরি
কি ক্ষতি কাহার !
কেন চাও গতিরোধ
করিতে তাহার ?
জাহ্নবীর পূতবুকে,
আমি গো ঘুমায়ে সুখে,
হেরিব মধুর স্বপ্ন
পূত অমরার।

জ্বালা মাখা জগতেতে
কেন বল আর,—
বাঁধিয়া রাখিতে মোরে—
বাসনা তোমার ?
কেন গো স্নেহের ডোরে,
এমন কঠিন ক'রে,
জীবন তরির গতি
রোধিলে আমার !

নীরবে সে যেত ধীরে,—
অনন্তের পানে,
এককণা স্মৃতি শুধু
রাখিয়া এখানে।

অতৃপ্ত বেদনা ল'য়ে,
আন্‌মনে যেত ব'য়ে,
কি এক মদিরা স্রোত
বহিত পরাণে।

তাই ছেড়েছিনু তরি
ছেড়ে দিয়া হাল,
ছিন্ন ক'রে জগতের
যত মায়া জাল।

হায় ব্যর্থ মনোরথ,
না যাইতে আধাপথ,
কে তুমি উজানে টান
তুলে ভরা পাল ?

হুগলী।

সাধের ভাসান।



কেন সখা এ বিধি ধরায়,—
যে জন যে নিধি চায়.
সে কেন তা নাহি পায়,
সংসার সহস্র করে কেন বারে তায় ?
নদী ধায় সিন্ধুপানে,
কারো বাধা নাহি মানে,
যত কি কঠোর বিধি নর-তরে হায় !

নাহি বুঝি এ বিধি কেমন,—
মেঘ হ'তে বারিধার,
ঝরে যদি একবার,
ফিরিতে কহিলে তারে ফিরে কি কখন !
চন্দ্রমারে ভালবাসি,
চকোরিণী সুধা আশী,
দমিতে সে নীতি তার কে আছে এমন !

তবে কেন হৃদয়রতন,—
আমারি মরমে শুধু,
আগুণ জ্বলিবে ধূ-ধূ,
কেনগো পাবনা বুকে ও দুটি চরণ !
নিঠুর বিধাতা যদি,
হেনরূপে নিরবধি,
চাহেগো দহিতে মোর এদগ্ধ জীবন—

তাই হোক কি তাহে বেদন—
কিন্তু—হৃদয়নদীর গতি,
পারিবে কি এক রতি,
রোধিতে কখনো সখা থাকিতে জীবন !
প্রেমরসে পূর্ণ হৃদি,
মানেনা বিধির বিধি,
সে ছুটে আকুলে, নাথ ! চুমিতে চরণ !

তবে ব্যথা কেনগো এমন ?
তুচ্ছ ধরা কদিনের,
এই মহা প্রণয়ের,—
নহে সীমা—শুধু এই ধরার জীবন।

সে অনন্ত মহাদেশে,
এ প্রেম মধুর বেশে,
হৃদয় ভরিয়া দিবে অমৃত স্বপন।

তবে কেন মিছাই রোদন ?
স্বেদ রূপে তব গায়,
ঝরিয়া পড়িব পায়,
তাতেই হইবে মোর চরণচুম্বন।
তুমিগো সোহাগ ভরে,
সে ঘাম মুছিবে করে,
সে পরশে হবে মোর কৃতার্থ জীবন।

সেই আশে ও চরণে প্রাণ,—
দিনু উপহার আজ,
ধর হৃদি-অধিরাজ !
করোনাক ক্ষুদ্র ব'লে দ'লে খান খান।
পড়িয়া অনেক ভুলে,
আজিগো এসেছি কূলে,
জীবনের মোর আজি সাধের ভাসান।

হুগলী।

আত্মদান।

কেন ভালবাসি সখা ! কি সুধাও আর ?
লৌহেরে চুম্বক টানে,
কেন তাহা কেবা জানে,
পরশ পরশি কাল লোহা কদাকার—

পারকি বলিতে কেন সোনা হ'য়ে যায় ?
ল'য়ে চারু মুখ খানি,
নিত্য কেন উষারাণী,
ঘোমটা খুলিয়া চায় শ্যামল ধরায় !

পারিবে কি সে উত্তর দিতে মোরে দান ?
অথবা বলিবে এই,
"ইহার উত্তর নেই,
এসব জগতে শুধু প্রকৃতি বিধান"।

তাই যদি হয় হোক কিবা ক্ষতি তায় !
দুটি সম দ্রব্য পেলে,
সব বাধা টেনে ফেলে,
একত্রে মিলিত করে প্রকৃতি ধরায় !

তাই সুন্দরের সনে জড়িত সুন্দর,—
তাইগো বিভল প্রাণে—
চাতকিনী মেঘ পানে,
নিতি চেয়ে থাকে ল'য়ে তৃষিত অন্তর ।

বসন্ত সখার তাই পেয়ে দরশন,—
লইয়া উন্মত্ত প্রাণ,
পিক গাহে মধু-গান,—
বিমোহিয়া মানবের তাপিত জীবন ।

আমি কেন তবে ওই চরণ-তলায়,—
বল সখা, প্রাণপণে,
আত্ম ঢালি কায়মনে,—
না লুটাব চির তরে বিভল হিয়ায় !

আমি যে এসেছি আজ স্বরগ ছায়ায়,—
তাই তাপ দগ্ধ প্রাণ,
গাহিছে মধুর গান,
হৃদয় ভরিয়া গেছে অমৃত ধারায়।

আমার জগতে আজি সবি মধুময়,—
পুরাতন ধরা আজ,
ধরিয়া নবীন সাজ,
ঘটাইছে কি বিপ্লব মথিয়া হৃদয়!

ওই পূত প্রেম-রসে বিগলা হৃদয়—
গাহেকি প্রেমের গান,
রচে কি যে অভিধান,
নীরবেতে কি যে নাট্য করে অভিনয়—

কেমনে সে কথা সখা বুঝাব তোমায়!
কিযে সে আনন্দ ঢেউ,
বিশ্বে বুঝিবেনা কেউ,
বুঝাইতে ভাষা তার নাহি যে ভাষায়!

মোর এ প্রাণের গাথা ভেবনা স্বপন।
বেশী কি বলিব আর,
স্বর্গমর্ত্ত একাকার,
নহে এ ধরার আজ আমার জীবন!

অথবা এ গীতি যদি কেবল স্বপন,—
পায়ে ধরি ওগো মোর,
ভেঙনা এ স্বপ্ন ঘোর,
হোক এ স্বপনে ভোর অনন্ত জীবন।

এই স্বপ্ন নদী তীরে রচিব কুটীর,—
তাপদগ্ধ প্রাণ ল'য়ে,
যাব ওরি স্রোতে ব'য়ে,
মরমে জাগিবে এসে বসন্ত রুচির।

স্থাপিয়া তোমার মূর্ত্তি সে কুটির পর,—
করিয়া তোমারি ধ্যান,
হারাইব আত্ম জ্ঞান,
প্রাণে অনন্তের গীতি ব'বে তর্ তর্!

জগতের কোলাহল কভু সখা আর,—
নিঠুর উত্তপ্ত বেশে,
জাগিবেনা বুকে এসে,
তোমাতে মিশায়ে দিব অস্তিত্ব আমার।

কুসুম কুসুম বাস সম প্রাণাধার!
একত্রে মিলিত হ'য়ে,
প্রেমস্রোতে যাব ব'য়ে,
তুমি আমি দুই সত্তা হবে একাকার।

এই সাধে ভরা সদা আমার পরাণ,
হয়ত পাগল ব'লে,
তুমি যাবে পায় দ'লে,
কে শোনে বিশাল বিশ্বে পাগলের গান,

যদিই দলগো প্রাণ ক'রে খান খান,—
তবু পদে প্রাণ মোর,
এমনি রহিবে ভোর,
আমি যে ওপদে চির দিছি আত্মদান।

ডুবিয়াছি ও সৌন্দর্য্য-সিন্ধুবর পায়,—
কি সখা বলিব আর,
নাহি শক্তি উঠিবার,
নীরবে নীরবে প্রাণ কেবলি তলায়।

আজি করিয়াছি আমি এ সিদ্ধান্ত সার,—
আমার যা সবি তুমি,
তোমার চরণ চুমি,
পলে পলে নব প্রাণ জাগিছে আমার।

তোমার পবিত্র রূপে মোর বিশ্ব ভোর,—
তাই ও সৌন্দর্য্য-কূপে,
মোর ডুবা চুপে চুপে,
লবে কিগো দয়া ক'রে আত্মদান মোর?

হুগলী।

দোষ।

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ ?
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে,
তৃষায় আকুল হ'য়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ ?

আমি বাসিয়াছি ভাল এই দোষ মম !
হানিয়া স্নেহের বাণ,
তুমি কি দাওনি টান,—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বল প্রিয়তম !

আমি বাসিয়াছি ভাল দোষ এ আমার !
তুমি নব ঘন রূপে,
ঢালনি কি চুপে চুপে;
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া আসার ?

ভাল বাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা,
চাহ এ বুকের ব্যথা,
মুছে দিতে—ছি ছি সখা লাজে ম'রে যাই।

আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল ?
আমিই কি শুধু হায়,—
আপনা ঢেলেছি পায়,
ঢালনি গোপনে তুমি নয়নের জল ?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায় ?
একটি মুহূর্ত্ত তরে,
তুমি কিগো স্নেহভরে,—
নীরব নীস্তব্ধে বসি ভাবনি আমায় ?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল ?
তুমি এ হৃদয়ে এসে,
মধুর—মধুর হেসে,
করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল ?

তুমিই সরল সাধু আমিই কি চোর ?
প্রাণের কবাট হানি,
হৃদয় সিন্ধুক টানি,
তুমি কি সর্ব্বস্ব চোর ! লুঠ নাই মোর ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?
নিকটে বসিলে তব,
তুমি কি ভোলনা ভব,
বহেনা অমিয়া স্রোত ভরি তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমায় ?

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাই,—
তবু ভালবাসি ব'লে,
দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হ'য়ে সাধু তুমি বলিহারি যাই !

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,—
রাজা হ'য়ে হৃদাসনে,
বসিয়াছ ফুল্লমনে,
চোর হ'য়ে রাজা হ'লে—ধন্য পাকা চোর !
হুগলী।

বিদায়।

"বিদায়—বিদায়" !
দেহেতে থাকিতে প্রাণ'
অনলে আহুতিদান—
হৃদিপিণ্ড উপাড়িয়া কে করিতে চায় ?

"বিদায়—বিদায়" !
থাম থাম কি সঙ্গীত,
উথলিয়া উঠে চিত,
কি যেন নৈরাশ্য স্রোত বহেগো হিয়ায় !

"বিদায়—বিদায়" !
ইষ্টদেবে বিসর্জ্জিয়া,
ল'য়ে শূন্য ভগ্নহিয়া,—
পূজা করে—বল হেন ক্ষিপ্ত কে কোথায়

"বিদায়—বিদায়" !
কেন সেই কথা ফিরে,
যায় যেগো বুক চিরে,
সুতীব্র কুঠার কেন হানিছ আমায় !

"বিদায়—বিদায়" !
কুমু-প্রেম-অনুরাগী,
তৃষায় যামিনী জাগি,
অলস অবশ চাঁদ যবে চ'লে যায়—

তখন কি হায়,—
সরসেতে কুমুদিনী,
হ'য়ে প্রেম পাগলিনী,
মথিয়া সৌন্দর্য্য-সিন্ধু অমিয়া ছড়ায় ?

বল গো আমায়,—
পিক দলে পায়ে ঠেলে,
বসন্ত চলিয়া গেলে,
তারা কি অমিয়া স্বরে জগত মাতায় ?

তোমার "বিদায়",—
পরাণ থাকিতে হায়,
কখনোকি সহা যায়,
আমারে যে দিছি ঢেলে তোমার সত্তায় !

তবে বল হায়,
কেমনে বিদায় চাও,
কেন বুক ভেঙে দাও,
কি এত গো অপরাধ করিয়াছি পায় !

বল গো আমায়,
মিছা তত্ত্বজ্ঞানে হেন,
ভুলাইতে চাহ কেন,
বুঝে বল তত্ত্বনীতি—পাগল কোথায় !

হইয়া বিভল—
পাগলের কাছে গিয়া,
ধৈর্য্যধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া,
কে চাহে ফিরাতে তারে, কে হেন পাগল ?

কি বলিব পায়,—
আবেশ-বিভল হ'য়ে,
"মেঘদূত" করে ল'য়ে,
দেখেছি বিরহমহা চিত্র-কূট গায়। *

আপন প্রিয়ায়,
শিক্ষা দিয়া ধৈর্য্যধর্ম্ম,
নিজে বুঝিল না মর্ম্ম,
ক্ষিপ্ত উপদেষ্টা যক্ষ প্রণয় তৃষায়।

* মেঘদূতের টীকাকারের মতানুসারে রামগিরিকে এস্থলে চিত্রকূট বলা হইয়াছে। এ মত কিন্তু মেঘদূতের অন্যান্য ভৌগোলিক বর্ণনার সহিত সুসংগত বোধ হয় না—লেখিকা।

এ যে—প্রণয়ের দেশ,
প্রেম বিনা হেথা আর,
নাহি কারো অধিকার,
নিষেধ বৈরাগ্য হেথা করিতে প্রবেশ।

তবে মিছা আর,
কেন গো বিদায় কালে,
জড়াইবে তত্ত্ব জালে,
ও নীরস তত্ত্বে বল কি কাজ আমার?

কাঁপিছে গো প্রাণ,
"একান্তই যেতে হবে"
কি আর বলিব তবে,
মথিছে হৃদয় আজ এ বিদায় গান।

বর্ষা-ধারা মাঝে,—
তব ও বিদায় গীতি,
দেখিব অঙ্কিত নিতি,
দেখিব গগনে তায় নিত্য নব সাজে।

ফুলের আতরে,—
দেখিব শুধুই হায়,
ঝরিতেছে ও বিদায়,
ঝরিবে ও গীতি মোর কোকিলের স্বরে

চাঁদে মাখা রবে,
তোমারি বিদায় গান,
দরশে ভাঙিবে প্রাণ,
তোমারি বিদায়ে মোর বিশ্ব ব্যাপ্ত হবে।

চাহি চরাচর,—
ও বিদায় গান শুধু,
দেখিব করিছে ধূধূ;
দহিবে মরম মোর শুধু অগ্নিস্তর।

হুগলী।

প্রিয় অদর্শনে।

এই দীর্ঘ সপ্ত দিন,—
কি বলিব প্রিয়তম !
গেছে এর মাঝে মম,
কত যুগ—যুগান্তর হ'য়ে ওগো লীন।

যায় দিন কি তৃষায়,—
দহিতেছে কি যে আশা,
নাহি সখা হেন ভাষা,
যা দিয়া হৃদয় ব্যক্ত করিব তোমায় !

যক্ষ হ'লে প্রিয়তম !
আদর সোহাগ করি,
দৌত্যে পদে মেঘে বরি,
পাঠাতেম তব কাছে এ হৃদয় মম।

ঝর ঝর বরষায়,—
সাধিয়াছি কতবার,
দিতে নাথ উপহার,
মোর এ প্রাণের গীতি ও পদ তলায়।

সেত না শুনিল হায়,
বিজলী চমক ছলে,
হেসে গেল পায় দ'লে,
বুঝিল না হৃদিভরা কি যে পিপাসায়।

হয়ত হাসিবে তুমি,
খুলে বাতায়ন পথ,
চড়িয়া কল্পনা রথ,
নিতি নৈশ বেলা আমি ও চরণ চুমি।

কভু সখা দেখি চেয়ে,—
চাঁদের মধুর গায়,
তব ছবি উথলায়,
সে মাধুরী দেয় মোর সারা হৃদি ছেয়ে

কভু হেন মনে লয়,
ওগো স্নেহময় স্বামি !
হারায়ে গিয়াছি আমি,—
তোমারি পবিত্র রূপে—আমি "আমি" নয়

ভুল নহে এ আমার,—
কি আনন্দ এই ভুলে,
দেখিবে কি হৃদি খুলে,—
বাস্তব স্বপন ঢালে কি অমিয়া ধার ।

হুগলী ।

আকুল গীতি ।

আজ কতদিন ধরে, গললগ্ন জোড়করে,
কাতরে সেধেছি তোমার পায়,—
তবু না চাহিলে ফিরে, দিলে ক্ষুদ্র বুক চিরে,
হ'লনা মমতা দলিতে হায় !

বল সে পুরাণ গীতি, বল সে প্রেমের স্মৃতি,
কেমনে দলিলে চরণে ক'রে,
নিঠুর জগত পরে, হায় রে এমনি ক'রে,
প্রেম প্রতিদান মানবে করে !!

বলিয়াছি ভগ্নচিতে নয়ন ফিরায়ে নিতে,
তবুও কি হেতু দিতেছ দেখা ?
তবু চুপে চুপে আসা, তবু সে নীরব ভাষা,
হৃদয় পাতেতে কেনবা লেখা ?

আজ কত দিন ধ'রে, ও স্মৃতি বিস্মৃতি তরে,
করেছি কল্পনা উছাস ভরে,
সে কল্পনা গেল ভাসি, আরো কত স্মৃতি রাশি,
জাগিল আসিয়া মরম ঘরে।

জানিনা কি গুণ জান, পরাণসহিত টান,
আকুল পরাণ লুটে চরণে।
দুরবল প্রাণ নিতি, গাহিছে তোমারি গীতি,
পূজিছে বসায়ে হৃদয়াসনে।

ওই নীল সিন্ধু তটে,   ওই জনহীন মঠে,
তোমারি মুরতি খোদিত আছে।
অঙ্গের বাতাসে তব,   যেন সঞ্জীবিত ভব,
স্মৃতি ঘুরে মোর নিয়ত কাছে।

হায় এ আকুল গীতি,   এ সাধনা এই প্রীতি
যাবে কি গো সখা তোমার পায়!
হায় গো বারেক তরে,   তুমি ওগো স্নেহভরে,
চরণেতে ঠাঁই দিবে কি তায়।

পুরী।



তৃতীয় খণ্ড।

চিন্ময়-সৌন্দর্য্য

প্রতাপ রুদ্র।

রঞ্জিত পাটল রাগে পূর্ব্ব নভস্তল।
পিক মুখরিত গীতি ঢালিছে মঙ্গল,
কুসুম পরাগ অঙ্গে মাখিয়া যতনে
বহিতেছে সমীরণ মৃদু শন্ শনে।
প্রভাত-সমীর সেবা করিবার তরে,—
বসিলা প্রতাপ রুদ্র উচ্চ সৌধ পরে।
সঙ্গেতে অমাত্য প্রিয় দুই চারি জন—
প্রসঙ্গিলা নর নাথ গৌরাঙ্গ-বচন।
কি পূত চরিত্র তাঁর কি প্রেম পূরিত!
স্মরণে হইলা নৃপ প্রেমে উচ্ছ্বসিত।
কম্পিত বিভল অঙ্গ সঘন হুঙ্কার,—
কোথা গেল রাজ বেশ রাজ অলঙ্কার!
প্লাবি বক্ষ স্থল আঁখি ঝরে ঝর ঝর—
ছড়াইয়া ভকতির কি চিত্র সুন্দর!

সঘন নিশ্বাস ত্যজে মুখে "গোরা গোরা"।
বুঝিলা অমাত্য নৃপ কি আনন্দে ভোরা।
হেন কালে সঙ্গে ল'য়ে গোবিন্দ কিঙ্কর,—
বাহিরিলা সিন্ধু স্নানে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
হেরিয়া অমাত্য কহে "ওই গোরারায়—
হের প্রভু আঁখি মেলি সিন্ধু স্নানে যায়"।
বাদিল স্বর্গীয় বীণা নরনাথ কানে,—
"গোরা কই গোরা কই"—বিভল পরাণে
বলিতে বলিতে নৃপ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়,
হেরিয়া সম্মুখে তবে ধ্যেয় দেবতায়—
সে উচ্ছ্বাস পূর্ণ বক্ষে ধরি পদ দুটি,
পড়ে রায় প্রেমাবেগে ধরাতলে লুটি।
মুখে গদ গদ ভাষা চক্ষে ঝরে জল,—
পড়িল করকা যেন লুটায়ে ভূতল।
হেরি তাঁর প্রেম আৰ্ত্তি গৌরাঙ্গ বিভল,
রায় নৃপ তিনি ন্যাসী ভুলিলা সকল।
গোরার নয়নে ধারা দর দর বয়,—
লইলেন বক্ষে তুলি ভৃত্যে প্রেমময়।

শ্যামবাজার বদনগঞ্জ।

বিহ্বল প্রতাপরুদ্র।

প্রভুর মিলন তরে আকুল রাজন।
বিরহে বিভলরায়,
রাজ্য সুখ নাহি চায়,
কভু কাঁদে কভু হাসে পাগল যেমন।

যেজন "গৌরাঙ্গ" বলে ধরে তার পায়,—
সদা লুটে ধরাতলে,
হিয়া ভাসে আঁখি জলে,
কেমনে "গৌরাঙ্গ পাব" সবারে সুধায়।

সার্ব্বভৌম পদে ধরি কহিছে রাজন,—
কতদিন হেন আর,
করিব বা হাহাকার;
পাব নাকি হেরিতে সে রাতুল চরণ।

ভক্তবশ ভগবান ভাগবত গায়,—
তোমার চরণ ধরি,
দেখাও গউর হরি,
তব কৃপা বলে দয়া হবে গো আমায়!

প্রভু বিনা কিবা ফল বহিয়া জীবন,—
সে পদ আঁকিয়া বুকে,
সাগরে ডুবিব সুখে,
প্রভু বিনা রাজ্যভোগে কিবা প্রয়োজন!

প্রভু বিনা কি করিব পুত্র পরিজন!
প্রভু বিনা এ হৃদয়,
কেবল মরুভূময়;
এ মোর জীবন নহে, সুদীর্ঘ মরণ।

জগত তারণ হেতু গোরা অবতার,
কেবল কি হেন রূপে,
রাখি মোরে মোহকূপে,
তারিবেন এ জগত প্রতিজ্ঞা তাঁহার!

বল বল মোরে সখা কি করি উপায় !
বিনা সে গউর হরি,
একান্ত মরমে মরি,
গরল আনিয়া মোরে দেহ করুণায় !

গরল করিয়া পান ত্যজিব জীবন।
অভাগারে করি স্নেহ,
আমার সে মৃত দেহ,
ফেলে রেখ সিন্ধু-তীরে, রেখ নিবেদন।

স্নান তরে যবে প্রভু করিবে গমন,—
পদধূলি উড়ি বায়,
ভূষিবে আমার কায়,
উথলি উঠিবে তাহে এ মৃত জীবন।

হুগলি।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

—০*০—

শ্রীবাস-অঙ্গনে কিবা গোরাচাঁদ নাচিছে !
চৌদিকে ভকতগণ,
করে কিবা সঙ্কীর্ত্তন,
গোলক-সৌভাগ্য আজি নদীয়ায় ভাতিছে।
বাজে করতাল খোল,
কি মধুর হরিবোল,
উছাসে মরম মাতে প্রাণ ঢ'লে পড়েছে।

এই নাম সুধা ছিল গোলকেতে গুপতে,
জীব তরাবার হেতু,
এ নাম অমূল সেতু,
দয়াময় গোরাচাঁদ আনিলেন জগতে।
নিত্যানন্দ হরিদাস,
পুরাল জীবের আশ,
সবে দিল নাম প্রেম যত সাধ মনেতে।

গোলকের নাম এ যে মরতেতে এসেছে,—
"হরেকৃষ্ণ হরে হরে",
উঠিল সকল ঘরে.
আচণ্ডাল আদি ওই নাম শুনে মেতেছে !
তার্কিকের তর্ক দূর,
প্রেমপূর্ণ হৃদিপুর,
প্রেমের দেবতা হেন কে কোথায় দেখেছে !
নাচত অঙ্গনে গোরা প্রেমানন্দে মাতিয়া।
কভু ভাবে পড়ে ঢলে,
নিতাই লইছে কোলে,
রাধা ভাবে কভু রোয় "কাঁহা নাথ" বলিয়া।
কভু "ওই নাথ আসে",
বলি ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
জীবেরে শিখায় নাম নিজে নাম সাধিয়া।
প্রেমকল্পতরু গোরা সমাদরে রোপিয়া,—
আপনি হইয়া মালি,—
জীবেরে দিছেন ডালি,
সুমধুর প্রেম ফল নিজ কর ভরিয়া।

ভখি সে মধুর ফল,
প্রেমপূর্ণ ধরাতল,
দিলা গোরা নবযুগ বিশ্বমাঝে আনিয়া।
হুগলী

পাগলিনী রাই।

আমি পাগলিনী রাই,
আকুলিত চিতে, চাহি চারি ভিতে,
যদি তার দেখা পাই।
গাহে পিককুল, মধুর মৃদুল,
শ্যাম-বাঁশী ভ্রমে চাই।

আমি পাগলিনী রাই,
নিঠুর পাষাণ, লুটিয়া পরাণ,
কোথা গেলে হে কানাই!
পাগল করিয়া, দিয়াছ ছাড়িয়া,
ছি ছি লাজে ম'রে যাই।

আমি পাগলিনী রাই,
আসিব বলিয়া, গিয়াছ চলিয়া,
আমি ইতি উতি চাই।
আসিবে না যদি, মোরে নিরবধি,
কেন এ ছলনা ছাই।

আমি পাগলিনী রাই,
তোমা বিনা হায়, মরি যাতনায়,
বারেক তা বুঝ নাই।
পুরুষের প্রাণ, এমন পাষাণ,
কে জানিত হে মাধাই!

আমি পাগলিনী রাই,
গুরুজন মাঝে, ব্যস্ত রহি কাজে,
তবু কি সোয়াথ পাই!
ওই এল এল, সদা প্রাণে ভেল,
শতবার ছুটে যাই।

আমি পাগলিনী রাই,
তব ভালবাসা, নাহি করি আশা,
কেবল দেখিতে চাই।
বসায়ে হৃদয়ে, পূজিব প্রণয়ে,
অন্য কোন সাধ নাই।

আমি পাগলিনী রাই,
ভরি প্রাণ মন, পিরীতি বীজন,
সতত করিতে চাই।
এই আশা মোর, পূর মনচোর,
অন্য কোন সাধ নাই।

হুগলী।

কদম্বতলে।

কি হেরিনু অপরূপ, মোহন রসের কূপ,
দাঁড়াইয়া কদম্বের তলে॥
করেতে মোহন বাঁশী, সাধ যায় হই দাসী.
বাঁশী সদা "রাধা রাধা" বলে।
বনমালা শোভে গলে, নূপুর চরণ তলে,
অলকা তিলকা কিবা হায়!
পরিধান পীতধড়া, মাথায় মোহন চূড়া,
শিখিপাখে রাধানাম ভায়!
হেরি সে মোহন বেশ, ধৈরযের ধৈর্য্য শেষ,
কি সুন্দর সে চারু বয়ান।
সে মোহন আঁখি ঠারে, ধৈর্য্য কে ধরিতে পারে.
কত দঢ় অবলার প্রাণ!
যত দেখি সেই মুখ, উছসিয়া উঠে বুক,
ইচ্ছা হয় হেরি অনিবার।
এই মনে সাধ যায়, নূপুর হইব পায়,
পদ কভু না ছাড়িব আর।

অথবা অঞ্জন করি, রাখিব নয়ন ভরি,
মুহুর্মুহু হেরিব তাহায়।
ঘরে যেতে সাধ্য নাই, পাগলিনী হ'ল রাই,
কিবা ভেল কদম্বতলায়!

হুগলী।

বাঁশরী।

ওই কে বাজায় বাঁশী
যমুনার পুলিনে,—
আয় সই দেখে আসি
থাকিতে যে পারিনে।

যা'ক পোড়া কুলমান
কি হবে তা' লইয়া,—
আয় দিবি প্রাণ মন
শ্যামপদে ঢালিয়া।

ওই শোন্ বাঁশী সদা
রাধা নাম গাহিছে,—
ওই লো বঁধুয়া মোর
"আয় আয়" ডাকিছে।

নিশীথে ঘুমের ঘোরে
থাকি যবে সজনি!
হৃদয়-গগনে উদে
শ্যামচাঁদ অমনি।

সে কাল মুরতি আমি
হেরি বিশ্ব ভরিয়া
রাধা কি রহিতে পারে
শ্যামচাঁদে ত্যজিয়া!

সহেনা লো দেরী আয়—
শ্যামচাঁদে দেখিতে,—
বাঁশী ডাকে "আয় রাধা"
পারিনা লো রহিতে।

আকুল ব্যাকুল মোরে
করিতেছে বাঁশরী
কে যাবিগো আয় তোরা
ছুটে যায় কিশোরী ।

সুখড়িয়া ।

বিদায় কালে
ব্রজাঙ্গনা ।



কে তুমি গো রথোপরি,
গোপিকা পরাণ হরি,
এতদ্রুত করিছ গমন ?
কি ক'রেছি অপরাধ,
কেন হেন সাধ বাদ,
ফিরে দাও রাধিকা-রমণ ।

বধি নাকি কংসাসুর,
শ্যামে দিবে মধুপুর,
বধিয়া অভাগী গোপীকায় !
স্বর্ণ সিংহাসন—তায়,
বঁধূয়া নাহিক চায়,
সে যে রাজা গোপিকা হিয়ায় ।

গোপীহৃদি সিংহাসনে,
বসিয়া আনন্দ মনে,
সে যে নিতি মুরলী বাজায় ।
তার সে রূপের রেশ,
গোপী হৃদে শোভে বেশ,
তুমি তারে রাখিবে কোথায় !

পায়ে পড়ি মাথা খাও,
শ্যামচাঁদে ফিরে দাও,
দয়া কর হয়ো না নিদয় !
শুনেছি তুমি অক্রূর,
তবে কেন হ'য়ে ক্রূর,
দলিছ গো গোপিকা হৃদয় !

একান্তই হ'য়ে বাম,
যদি ল'য়ে যাবে শ্যাম,
আগে বধ যত গোপিকায়।
শ্যাম গেলে মধুপুর,
বুক ভেঙে হবে চূর,
সহিবেনা শ্যামের বিদায়!

হুগলী।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দা।



নমস্কার মহারাজ,
পার কি চিনিতে আজ,
ব্রজে আমি সেই দূতী সম্মিলনে রাধিকার।
'রাখাল বালক-সনে,
তুমি যেতে গোচারণে,
সঙ্কেত করিতে মোরে দেখাতে মু'খানি তার!

পরি শ্যাম পীতধড়া,
বাঁধিয়া রাখালে চূড়া ;
বহাইতে গোপী হৃদে অমৃতের পারাবার।
হাতেতে পাঁচনী বাড়ী,
ননী চুরী বাড়ী বাড়ী,
সে সব কি আর সখে, মনে পড়ে একবার !

মোরা যত গোপ বালা,
লইয়া পসরা ডালা,—
যাইতাম বিকাইতে তুমি আগুলিতে পথ।
হেরি শ্রীমতীররূপ,
উথলিত প্রেমকূপ,
কত না সাধিতে মোরে পুরাইতে মনোরথ।

রাধার দারুণ মান,
হেরিয়া ভাঙিত প্রাণ,
কাঁদিয়া চরণ ধ'রে কত না সাধিতে তার !
তবু না ভাঙিত মান,
হ'য়ে কত অপমান,
বসিয়া যমুনা তটে ঢালিতেছে আঁখিধার !

আমিই করুণা ক'রে,
আনিতাম করে ধ'রে,
রাই পদতলে পড়ি পেতে সুধাপারাবার।
তাহার মানের দায়,
কত না করেছ হায়,
নাপিতানী—বিদেশিনী ভুলেছ সে সমাচার!
আমি বৃন্দা দূতী এই,
তুমিও শ্রীকৃষ্ণ সেই,
আজ নয় রাজ পাটে রাজা হ'য়ে মথুরার।
তা বলিয়া রসময়,
প্রেম কি ভুলিতে হয়,
ছিছি প্রেমে শোভে কি হে বল এত অবিচার!
হয় নাক যেতে মাঠে,
রাখাল রাজত্ব পাটে,
গরবে মাটিতে বুঝি চরণ পড়ে না আর।
নির্ধনের হল ধন,
আর কিবা প্রয়োজন,—
ম্লানমুখখানি সেই পাগলিনী রাধিকার।
(রাখালে রাজত্ব দিলে এমন বিচার কার!)

যা হ'য়েছে হ'য়ে যাক্,
সে সব মরমে থাক্,
এবে ব্রজে ব্রজপ্রাণ চল দেখি একবার।

তোমা বিনা জ্ঞানহরা,
শ্রীমতী লুটায় ধরা,
এতক্ষণ দেহে প্রাণ আঁছে কিনা আছে তার!

কি দুখে ছাড়িয়া তায়,
এলে হরি মথুরায়,
কি রতনে আছে আশ বল শুনি প্রাণাধার!

ব্রজে তুমি কিনা পাবে,
তাই দিব যাহা চাবে,
চাহ যদি রাজাসন নন্দ দিবে রাজ্যভার।

তবে আর কেন হেথা,
চল দ্রুত যাই সেথা,
যেখানে রাধিকা কাঁদে, স্তন ঝরে যশোদার।

শুন বঁধু, শুন কই,
এস দিন দুই বই,
যদি ব্রজে বাস তব ভাল নাহি লাগে আর।

হুগলী

উদ্ধব-দর্শনে

শ্রীমতীর উক্তি।

বল হে উদ্ধব বল বঁধুর কি সমাচার ?
মথুরায় রাজা হয়ে,
কুব্জারে বামে ল'য়ে,
শ্যামত আছেন ভাল—ভুলে মুখ রাধিকার ?

সেকি সখে ভুলে গেছে এগোকুল বৃন্দাবন ?
মা যশোদা তার তরে,
ক্ষীর সর ল'য়ে করে,
আকুল হইয়া ডাকে "আয় বাপ যাদুধন"।

যে অবধি গেছে শ্যাম ছাড়ি এই বৃন্দাবন,
সে অবধি বসি শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
পাপিয়া ভুলেনা তান বিমোহিয়া ত্রিভুবন !

সে অবধি বৃন্দাবনে উঠেনা চাঁদিমা আর,—
পরিয়া কনক ভূষা,
মধুরে হাসেনা উষা,
প্রকৃতি স্তবধ পারা ঢালে নিতি আঁখিজল।

সে অবধি বৃন্দাবনে ফুটে নাক ফুল আর।
ধরিয়া জলদগলা,
দেখিনা বিজলীঝলা,
সুখময় বৃন্দাবন আজ শুধু অন্ধকার।

মরমে মরিয়া আছে শ্যাম হারা সখাগণ।
গোঠে নাহি যায় আর,
সদা করে হাহাকার,
ধেনুদল তৃণ ছাড়ি আকুল পরাণ মন।

বৃন্দাবনে সেই শোভা নাহি সখে এবে আর।
সবাই মরমে ম'রে,
প'ড়ে আছে ধরা'পরে,
ব্রজ ভরা আছে শুধু আর্ত্তনাদ হাহাকার।

গোপী দল নিতি নিতি শ্যাম আশাপথ চায়।
সাজাইয়া কুঞ্জবন,
করে নিশি জাগরণ,
সুখের স্বপন অহো চকিতে ফুরায়ে যায়!
(হেথা কোথা শ্যাম চাঁদ? সে যে রাজা মথুরায়)

প্রথম দর্শন যবে হয়েছিল তার সনে,—
হেরি সরলতা তার,
মুগ্ধ হৃদি গোপিকার,
এমন হইবে পরে তখন বুঝিনি মনে।

তাহ'লে কি পড়িতাম সেরূপ বাগুরা মাঝ!
তাহ'লে কি তার পায়,
বিকাতেম আপনায়,—
বরজিয়া যমুনায় কুলশীল ভয় লাজ।

জানিনা সে কালরূপে কি যে সুধা আছে হায়!
যতই পিয়িনু সুধা,
ততই বাড়ল ক্ষুধা,
যত পিয়ি তত প্রাণ আরো যে পিয়িতে চায়।

বেদনা পাইত গোপী পথে যেতে শ্যামরায় ॥
বাসনা করিত তারা,
হইয়া আপনা হারা,
তাদের হৃদয় খানি পেতে দিবে এ ধরায় ।
(বঁধুয়া চলিবে তাহে মরি মরি রাঙাপায় !)

প'ড়ে আছে শূন্য প্রাণে শ্যামহারা গোপীদল,—
আর কি মাধব আসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশী,
গোপীহৃদি মরুভূমে ঢালিবে অমৃত জল ?

বলহে বঁধুয়া সখা কেমনে সে শ্যামরায়—
ভুলে গেল বংশীবট,
ভুলিল যমুনা তট,
ভুলে গেল ব্রজাঙ্গনা ভুলে গেল বাপমায় !

অথবা সে ভুলে নাই সদা জাগে হিয়া মাঝে,—
নিতে বুঝি সমাচার,
অবকাশ নাহি তার,
মথুরায় ব্যস্ত বঁধু অবিরত রাজ-কাজে !

অমিয়গাথা।

বল বল ফিরে বল বঁধুয়ার সমাচার !
ল'য়ে তারি স্মৃতিটুক,
আমরা বেঁধেছি বুক,
শ্যাম ত আছেন ভাল রাজা হয়ে মথুরার !

হুগলি।

নিবেদন।

বল নাথ বল গো আমায়,—
ভাসিয়া নয়ন জলে,
এ দগ্ধ ধরণীতলে,
কতই ঘুরিব আর করি হায় হায়।
এ ক্ষুদ্র মরম মাঝে,
কি বেদনা সদা বাজে,
কেহ ত চাহেনা ফিরে নিঠুর ধরায় !

যারে ভাবি বড় আপনার—
ধরণীর স্বার্থ ভুলে,
দেখাই পরাণ খুলে,

সেত নাহি আঁখি তুলে চাহে একবার।
অমিয়া মাখিয়া মুখে,
গরল রাখিয়া বুকে,
পদাঘাতে সে যে হৃদি ভাঙে অনিবার।

আপনা বিকাতে যারে চাই,—
সে ত নাহি কহে কথা,
বুঝেনা মরম ব্যথা,—
সে যে দূরে স'রে যায় ব'লে "দূর ছাই"।
পতঙ্গ অনলে প্রাণ,
উচ্ছ্বাসেতে করে দান,
অনল যতনে বুকে দেয় তারে ঠাঁই।

কিন্তু নাথ মানবের হায়!
আত্মদানে সমাদর,
করে না নিঠুর নর,
শুধু বুক ভাঙি দেয় তীব্র উপেখায়।
পারি না বহিতে আর,
দুর্ব্বহ জীবন ভার,
শ্লথ এ হৃদয় তন্ত্রী চাহ করুণায়।

শুন নাথ নিবেদি তোমায় !
আত্মদান বিনা প্রাণ,
করিতেছে আন চান,
বল বল আত্মদান দিব কার পায় !
অপূর্ণ মানব পায়,
নাহি দিব আপনায়,
তোমা বিনা পূর্ণ আর—কে আছে কোথায়

তাই আজ ডাকি গো তোমায়।
নব নটবর বেশে,
দাঁড়াও নিকটে এসে,
জনমের মত আমি ডুবিব ও পায় !
কোন ধন না চাহিব,
শুধু প্রাণ ঢেলে দিব,
প্রাণনাথ পদে স্থান দিও গো আমায় !

পুরী

সমাপ্ত।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা ও নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকার এবং সাহিত্যবিদ্‌গণের মন্তব্য।

মর্ম্মগাথা।—"আপনার পুস্তক পাইয়াছি—আপনার কবিতা আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম। আপনি রমণীরত্ন।"

কবিবর—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

"শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা মুস্তোফী প্রণীত একখণ্ড মর্ম্মগাথা প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থকর্ত্রীকে আমার ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া কহিবেন তাঁহার গ্রন্থ পাঠে প্রীত হইয়াছি, কেননা ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে।"

জাষ্টিস—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারিকেলডাঙ্গা। ১৩০৩। ৫ই মাঘ।

"আপনার গ্রন্থ পাঠে অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। কি বলিয়া উহার প্রশংসা করিব জানিনা, কোন কোন কবিতা পাঠে সত্যই অশ্রুপাত করিয়াছি।"

শ্রীঅচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।

হরিদাস ঠাকুরের জীবনী প্রভৃতি প্রণেতা।

"লেখিকা বালিকা কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি প্রবীণার ন্যায় পরিচয় দিয়াছেন।" নব্যভারত।

"আমরা মর্ম্মগাথা পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। মর্ম্মগাথার অনেক কবিতাই পাঠকের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিবে। ইহার কবিতা সরল কোমল এবং মাধুরীময়।"

১৩০৪। ২০শে ভাদ্র। সঞ্জীবনী।

"বস্তুতঃ নগেন্দ্রের শান্তশীলতায়, কোমলতায় ও সরলতায় বৃদ্ধ-চক্ষের তীব্রতা স্বভাবের কুয়াসায় ঢাকিয়া ফেলে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ।

"মর্ম্মগাথার কবিতা পাঠকের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া চক্ষের জল টানিয়া আনে"। সারস্বত পত্র। ঢাকা।

Marmmagatha and Premgatha.

Maharaja Shriram Chandra Bhunja Deo of Mourbhanj State, Orissa, wrote a letter from Baripada, dated Dec. 17, 1901, to Rai Radhanath Rai Bahadur, Inspector of Schools, Burdwan Division, from which an extract is given below.

*   *   *   *   *   *

"I have received copies of "Premgatha" and "Marmmagatha" which the authoress kindly sent to me and I have read them through with pleasure and profit.

"Pœtry believed in is religion" and I realize that

"Eye doth glance from heaven to earth,
from earth to heaven ;
"And as, imagination bodies forth
"The forms of things unknown, the poets pen
"Turns them to shapes and gives to airy nothing
"A local habitation and a name.

The authoress is as you say "a poetical genius of very superior order" for like Wordsworth,she can be truly appreciated by poets like yourself. Her language is exceedingly simple, homely and sometimes quaint but it is wonderful how much meaning some of her poems convey.

Her descriptions of the delicate aspects of nature and her delineation of the "labrynthine mazes" of human character, intermixed here and there with the grand and intricate truths of religion and philosophy and illuminated by beautiful and apt illustrations, are charming and unique. They are expressed with a vividness and clearness which go straight to the heart and which one misses in more involved and less poetic writings.

A vain of sadness and resignation is perceptible in her words but they are of one who has almost found a resting place on the "Rock of ages."

Providence has endowed the poetess with a felicitous imagination and expression and I have no doubt that she is destined to bear her mark in the literature of Bengal."

2. Marmmagatha by Shrimati Nagendrabala Mustafi. A collection of poetical pieces by a young lady belonging to a highly respectable family. In the preface the publisher says that, the authoress has consented to issue the book only on the recommendation of her guardians and relatives. She has done well, we think ; for, though evidently this is her first attempt, there is enough indication in marmmagatha of her eventually proving a poetess of no mean order. Her style is simple, and, language chaste. Shrimati Nagendrabala has done herself credit in all the pieces contained in her book,and in several she has soared higher and given unmistakable evidence of a strongly-marked poetic genius.

The Amrita Bazar Patrika, Tuesday, March 1897.

MARMMAGATHA—The contents amply justify the name given to this collection of poetical pieces, for the poems are really the outpourings of a feeling heart, a heart,—which has felt deeply for its possessor as well as for others. One feature of the compositions is the entire absence from them of the artificiality and sickly sentimentalism, that characterise many another poetical production of the day. Every piece, short as it is, is instinct with life, and infuses a sad pleasure into the reader's heart. Shrimati Nagendrabala Mustafi the fair composer, has set an excellent example to her sisters and brothers as well, in the field as to how to wield the poetic pen. So that it may fascinate the readers by the words and edify them by the sentiments.

Indian Mirror, 13 July, 1897.

A book of poems by a Hindu lady, consisting of a number of short pieces on a variety of topics. Many of the pieces contain very good poetry.

Calcutta Gazette, Wednesday, December 30, 1896.

প্রেমগাথা—বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় প্রতিভাময়ী বঙ্গরমণী কাব্যজগতে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী তাঁহাদের মধ্যে একজন। প্রেমগাথা পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার কবিতায় প্রকৃত কবিত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রেমগাথার বহু কবিতা পাঠ করিলে হৃদয় পবিত্র হয়, মনে সাধু সঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। আমরা আশা করি গ্রন্থকর্ত্রী ঈদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গভাষার দেহ পরিপুষ্ট করিবেন। সঞ্জীবনী। ১৩০৬, ১৯শে মাঘ বৃহস্পতিবার।

"মর্ম্মগাথা লিখিয়াই গ্রন্থকর্ত্রী বিখ্যাতা, প্রেমগাথায় তিনি আরও প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

বঙ্গবাসী। ২৪ অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩০৬ সাল।

প্রেমগাথা—নগেন্দ্রবালা নব্যভারতের পাঠকের নিকট অপরিচিতা নহেন। যে সকল মহিলার কবিতাদ্বারা বঙ্গভাষার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর। মধ্যে মধ্যে এমন প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে যাহা যে কোন বিখ্যাত কবির মুখোজ্জ্বল করিতে পারে। কবির সাধ কেমন পাঠক দেখুন,—

"নলিনী যেমন থাকে
রবিপানে চাহিয়া,—
কহেনা একটি ভাষা,
নাহি কোন সাধ আশা,
নীরবে কেবল তারে
দেয় প্রেম ঢালিয়া।

আমিও বাসিব ভাল
নীরবেতে তেমনি,
কবনা একটি কথা,
দেখাবনা মর্ম্মব্যথা,
নীরবে রহিব বাঁধা
সাধ মোর এমনি।"

স্থানান্তরে,—"মা" হইতে পারি যেন
মাতৃহীন বালকের,—
মোর স্নেহে তারা যেন
ভুলে ব্যথা মরমের।
দীনজনে করি যেন
অতুল মমতা দান।
বিশ্ব সেবা মহাব্রতে
আমি যেন সঁপি প্রাণ।"

শেষে,—"শুন গো কি ধন নাই
শুন নাথ, কি যে চাই,
চাইগো বিমল প্রেম ওই রাঙ্গা পায়।
সবে ভাবি ভাই বোন,
ঢেলে দিব প্রাণ মন,
অসীম বিশ্বের মাঝে, হারাব আমায়।
আর চাই প্রাণ ধন,
যত দিন এ জীবন
করিব তোমার সেবা আমি প্রাণধন,
'দাসী হয়ে জীবনান্তে
রব ওই পদপ্রান্তে,
অনিমিষে ওই ছবি করিব দর্শন।"

যে কবির সাধ এইরূপ, সে কবি কি সকলের আদর পাওয় যোগ্যা নন?

নব্যভারত, মাঘ, ১৩০৬

Premgatha.—Shrimati Nagendrabala Mustafi is no stranger to the reading public of Bengali poetry. By her production, "*Marmmagatha*" which we had the pleasure of noticing in these columns sometime ago she has already established a sound title to popular estimation. By her present work, which is a collection of poems, composed from time to time, she has put another feather to her literary cap.

These pieces, though composed on different subjects are only variations upon one them, viz, divine love. The pieces are like as many flowers of different hues and smells, all strung together with the silken thread of celestial "*Prem*". The authoress is gifted with a sympathetic heart and a loyal pen—a heart that beats in unison with nature and humanity, and a pen that faithfully carries out the biddings of that heart. The collection amply testifies to the fact, that the fair poet has in her compositions another elements, besides faultless metre, that go to "build the lofty rhyme" and among those are a sublime conception of divine love, an earnestness of religious feeling and a thorough insight into the workings of the human heart. The authoress is to be warmly congratulated on the success, which has attended her efforts at courting the divine love through the "human art divine."

The Indian Mirror, Friday, February 2, 1900.

Premgatha.—This is the title of a beautiful got-up little book of Shrimati Nagendrabala Mustafi. The authoress needs no introduction at our hands—having already made her mark in the field of Bengali literature. This young lady's first venture came out in the shape of "*Marmmagatha*" and it was very favourably received by the public at the time. As regards the present volume we need only mention that it

fully sustains her reputation. The verses are well written throughout and some of them bear evident traces of originality in them.

The Amrita Bazar Patrika, Monday July 3,1899.

Premgatha :—A collection of Lyrical pieces many of which are of considerable power. The lady author is a poet of no mean order and the present volume will certainly go to enhance her reputation.

Calcutta Gazette ; *Wednesday, July* 31,1899.

"নারীধর্ম্ম পাঠ করিয়াছি, গ্রন্থখানি সুপাঠ্য ও বঙ্গমহিলাদিগের শিক্ষোপযোগী। গ্রন্থের ভাষা ও ভাব ভাল। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ,
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান্। কলিকাতা, ২৯।৭।১৯০১

"নারীধর্ম্ম বঙ্গভাষায় একটি বহুমূল্য সম্পত্তি। নৈতিক এবং বৈষয়িক উপদেশে পুস্তকখানি আপাদমস্তক পরিপূর্ণ। ফলতঃ সুশিক্ষিতা এবং প্রতিভান্বিতা আর্য্যমহিলার লেখনী হইতে যেরূপ পুস্তক আশা করা যাইতে পারে, নারীধর্ম্ম অবিকল তাহাই হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুগৃহে নারীধর্ম্ম প্রথমস্থান পাইবার যোগ্য।

রায় (রাধানাথ রায়) বাহাদুর—স্কুলইন্স্পেক্টর।
কটক, ২৬—৩—১৯০১।

"নারীধর্ম্ম" মর্ম্মগাথা ও প্রেমগাথার কবি শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী সরস্বতী প্রণীত "প্রবন্ধগুলির লেখা ভাল। আমাদের ভালই লাগিয়াছে।" এডুকেশন গেজেট।

১৪ই আষাঢ় ১৩০৮ সাল।

"নারীধর্ম্ম"—যাঁহাকে আমরা কবি বলিয়া জানিতাম, আজ তিনি প্রৌঢ়ার ন্যায় প্রাচীনা হিন্দুরমণীর ন্যায় নারীধর্ম্মের সার উপদেশ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রন্থখানি গদ্যে রচিত কিন্তু ইহাতে কবিত্বের মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। রচনা সমধিক প্রাঞ্জল হইয়াছে, অথচ ওজস্বিতার খরতর স্রোত স্তরে স্তরে বহিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে সেই স্রোত ভাবের চন্দ্রালোকে প্রবুদ্ধ হইয়া যারপরনাই মুগ্ধকর হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল।

নারীধর্ম্মে হিন্দুরমণীর যাহা ধর্ম্ম তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। কাশীখণ্ড, মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে উপাদেয় যাহা পাইয়াছেন গ্রন্থকর্ত্রী নিজগ্রন্থে তাহা সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। জ্ঞাতব্য সকল কথাই বলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে প্রাণের আবেগে—সহৃদয়তার আকর্ষণে, আন্তরিকতার উত্তেজনায় এবং উন্নত হৃদয়ের ভাবাবেশে। তিনি বিনীত ভাবে স্বদেশীয় রমণীবৃন্দকে আহ্বান করিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। প্রদান করিয়াছেন মনুর উদ্যানের অমৃতময় ফল, ব্যাসদেবের তপোবনের নির্ঝরবারি, এবং হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া স্বহস্তে নবনীত তুলিয়া ভাবের মিষ্টরসে মিশাইয়া কি জানি কি এক উপাদেয় সামগ্রী। আমরা পুরুষ, দূরে থাকিয়াই যে আঘ্রাণ পাইয়াছি তাঁহাতেই মুগ্ধ হইয়াছি, বুঝিয়াছি গ্রন্থকর্ত্রীর আয়োজন সহজ নহে, ব্যাপার মহোৎসব। হিন্দুরমণী এই মহোৎসবে আগমন করুন তাঁহাদের

শ্রম সার্থক হইবে। শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করুন।

পূর্ণিমা। পৌষ, ১৩০৭।

নারীধর্ম্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী কাব্যরচনায় পারদর্শীতা হেতু "সরস্বতী" উপাধি এবং তাঁহার পতিভক্তি ও চরিত্রগুণে "সতি সাবিত্রী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বর্ত্তমান পুস্তকখানি রচনা করিয়া তিনি তাঁহার লিপি নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রজ্ঞান, সুযুক্তিপরতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে স্ত্রীলোকের কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক সকল বিষয়ের উন্নতিকল্পে সমীচীন উপদেশ আছে। সন্তানপালন ও গৃহচিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক সঙ্কেত আছে। আমরা তাঁহার বিচক্ষণতা ও হৃদয়ের সদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুনারীর পাঠ্য। ইহাতে হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষণীয় সকলি আছে।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"নারীধর্ম্ম—শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। যিনি এতদিন কবিতার মধুর ঝঙ্কারে বঙ্গীয় নরনারীর চিত্তে আনন্দের হিল্লোল তুলিতেছিলেন আজ তিনি শিক্ষয়িত্রীবেশে বঙ্গের গৃহদ্বারে উপস্থিত। আশা হইতেছে নগেন্দ্রবালার এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বঙ্গের প্রতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমণীগণের হৃদয়-কালিমা বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে।

নগেন্দ্রবালা তাঁহার পুস্তকে অতি বিশদভাবে বঙ্গীয় রমণী-গণের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের অবস্থা উন্নত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে শান্তি ও সুখ বিরাজ করে তাহারও উপদেশ দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুবর্ণ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হইবার উপযুক্ত।" বীরভূমি।

নারীধর্ম্ম—গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। ভাষা সরস ও সুমিষ্ট এবং বিষয়বিন্যাস অতি সুন্দর হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায় হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দুনারীগণের সুশিক্ষার জন্য এরূপ গ্রন্থের বড়ই অভাব ছিল। আশা করি আমাদের নারীসমাজে ইহা বিশেষরূপ সমাদৃত হইবে।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত ভক্ত চরিতামৃত প্রভৃতি নানাগ্রন্থ প্রণেতা। নলহাটী, ২৬।১১। ১৩০৭।

"NARIDHARMMA."—This is another little book from the pen of Shrimati Nagendrabala Dasi (Saraswati) whose previous authorship of two poetic volumes has already made known her name to many. It is subdivided into five sections viz. the duties of a Hindu woman ; the true Hindu woman ; her general training ; is she progressing or degrading and the conclusion. Each of these will repay perusal and is well adapted to preparing the minds of our females for the highest duties of the wife, the mother and the matron, which they owe to the society and which, if adequately performed, will

make our homes full of bliss and prosperity—a thing which the gifted writer aims at. The instructions conveyed here in and the hints given, are of incalculable value to Hindu females, both young and old. The get up of the book is excellent. We hope the book will be patronised by those for whom it is intended.

The Amrita Bazar Patrika, Tuesday, January 22,1991.

নারীধর্ম্ম—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। পুস্তক মধ্যে—পাঁচটি সন্দর্ভ আছে; প্রত্যেক সন্দর্ভের অভ্যন্তরে সুশিক্ষার সমাবেশ,—ভাষার একটা মাধুর্য্য লালিত্য আছে। লেখিকা আপন মতামত সকল দৃষ্টান্তে পরিণত করিবার নিমিত্ত অনেক শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। নারীধর্ম্ম পুস্তকে ভাবিবার শিখিবার বুঝিবার অনেক কথা আছে। লেখিকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। জন্মভূমি—১৩০৮। শ্রাবণ।